NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

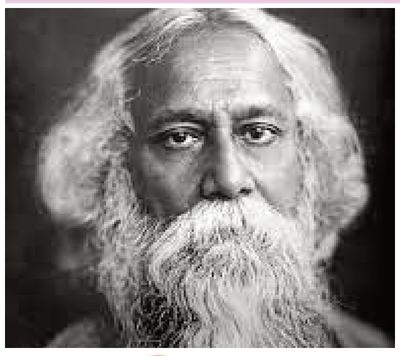

৪ বিক্রমের চন্দ্রজয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি, ধৃত এক দুষ্কৃতী ৫

কলকাতা ৩০ অগস্ট ২০২৩ ১২ ভাদ্র ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 30.8.2023, Vol.17, Issue No.80, 8 Pages, Price 3.00

সার্বিকভাবে আলোচনার পরই চূড়ান্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস

সর্বদল বৈঠকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত নিয়ে এবং বিধানসভায় সার্বিকভাবে আলোচনার পরেই রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। নবান্নে ২০ জুনের বদলে অন্য কোনো দিন পৃথক পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের উদ্যোগ নিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে সর্বদল বৈঠক বসে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর এ কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে রাজ্যে নিজস্ব রাজ্য সঙ্গীত নিয়েও বিধানসভায় আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। সমাজের প্রায় সব ক্ষেত্রের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট জনদের এদিনের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, বণিক সভার কর্তা সবারই মতামত নেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দল অবশ্য এই বৈঠকে যোগ দেয়নি। তবে এসইউসিআই কমিউনিস্ট, সিপিআইএম লিবারেশন বৈঠকে উপস্থিত ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, বিজেপির রাজ্য ভাগের চক্রান্তকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে এর বিরোধিতারও ডাক দিয়েছে হিন্দু মহাসভা। সিপিআইএম ও কংগ্রেস বৈঠকে যোগ না দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের সদস্য হওয়ার পরেও তাদের এই অনুপস্থিতি দুঃখজনক বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

আলোচনা কিছুটা গড়াতে দেখা যায় পহেলা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের পক্ষেই পাল্লা ভারী। ইতিহাসবিদ সুগত বসু পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি ২০ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার তীব্র সমালোচনা করেন। কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক আবুল বাশার-সহ অনেকেই এই মতকে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন রাখি বন্ধন পালন উৎসবের দিন ১৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের পক্ষে মত দেন। এসইউসিআই সিপিআইএমের লিবারেশন এবং হিন্দু মহাসভা ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের সিদ্ধান্তের নিন্দা করে। রাজ্যের নিজস্ব গান তৈরি নিয়েও বেশ কয়েকটি মতামত উঠে এসেছে। যে দুটি গানের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মত দিয়েছেন তা হল- 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা।' মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে আলাদা একটি নতুন গান রচনারও প্রস্তাব ওঠে বৈঠকে। তবে কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়নি। আলোচনা শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান এখনো মতামত নেওয়ার জানালা খোলা থাকবে। ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশিষ্টজনেরা এ ব্যাপারে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিতে পারবেন। এর পর আগামী ৭ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় প্রস্তাব এনে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মধ্যবিত্তকে কিছুটা স্বস্তি দিয়ে ২০০ টাকা সস্তা হল এলপিজি

নয়াদিল্লি, ২৯ অগস্ট: কমানো হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। দেশজুড়ে সকল গ্রাহকদের জন্য রাখির আগে বাম্পার ঘোষণা কেন্দ্রের। ২০০ টাকা করে কমানো হচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। মঙ্গলবার থেকেই সিলিন্ডারে ভর্তুকি লাগু হচ্ছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। নিঃসন্দেহে ক্যাবিনেটের এই ঘোষণায় বড় স্বস্তি পেল মুদ্রাস্ফীতিতে চাপে থাকা সাধারণ মানুষ। এর ফলে ২০০ টাকা কম দিয়েই গ্যাস সিলিন্ডার পাবে আমজনতা। তবে অনেকেই মনে করছেন লোকসভা ভোট আর বেশ কিছু রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোটের কারণেই এমন পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের।

জ্বালানির দাম এই মুহূর্তে সারা দেশেই চড়া। এলপিজি-ও সেই তালিকাতেই রয়েছে। কলকাতায় বর্তমানে গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম রয়েছে ১১২৯ টাকা। কেন্দ্রের নতুন ঘোষণার ফলে কলকাতায় গ্যাসের দাম হতে চলেছে ৯২৯ টাকা। যা কিনা দেশের চার মেট্রো শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে শহরে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম রয়েছে ১৮২০টাকা ৫০ পয়সা।

এলপিজি-র দাম কমানোর ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানান, 'এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। দেশের ৩৩ কোটি ব্যবহারকারীকে সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ছাড় দেওয়া হয়েছে।'

অন্যদিকে, উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় থাকা মহিলাদের জন্যও রয়েছে সুখবর। এই যোজনায় আরও ৭৫ লাখ কানেকশনে দিয়েছে সরকার। বর্তমানে গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় থাকা মহিলা ২০০ টাকা করে ভর্তুকি পান। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ভর্তুকির পরিমাণ জমা করা হয়। অর্থাৎ উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় থাকা কোনও মহিলা গ্যাস বুকিংয়ের সময় যে টাকা দিয়ে গ্যাস বুকিং করবেন পরবর্তীতে তাঁর ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ২০০ টাকা ভর্তুকি হিসেবে ফেরত দেওয়া হয়। ওই ভর্তুকির পরিমাণও ২০০ থেকে ৪০০ টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

'ইন্ডিয়া'র চাপে দাম কমল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী জোটের চাপেই রান্নার গ্যাসের দাম কমিয়েছে মোদি সরকার। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে এমনটাই লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখলেন, বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হওয়ার পর মাত্র দু'টি বৈঠকে বসেছে। তার মধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা করে কমে গেল।'

দত্তপুকুরে বাজি ভর্তি বহু গুদামের হদিশ, আটক আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: দত্তপুকুরের মোছপোল গ্রাম যেন জতুগৃহ! রবিবারের বিস্ফোরণের পরই প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক বেআইনি বাজি কারখানা, রাসায়নিক মজুত রাখার গুদামের হদিশ। এবার বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরে আরও এক গুদামের খোঁজ মিলল। যেখানে বিপজ্জনক রাসায়নিক মজুত করতেন বিস্ফোরণে নিহত কেরামত আলি। স্থানীয়রা বারণ করলেও তাতে কর্ণপাতও করতেন না তিনি। এমনকী, পুলিশ-প্রশাসনও বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নিতেন না বলেই অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নীলগঞ্জের মোচপোলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় মঙ্গলবার বিকেলে। অবৈধ ল্যাব ও বাজি ব্যবসা সঙ্গে যুক্ত আজিবর রহমান, তার ছেলে আতিয়ার রহমান বিস্ফোরণ স্থলের পাশে তাদের নিজস্ব বাড়িতে এলে এলাকার মানুষ তাকে ধরে পুলিশে তুলে দেয়। তারপরে উত্তেজনা ছড়ায়, পুলিশ লাঠি উচিয়ে ছত্র ভঙ্গ করে গ্রামবাসীদের, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আজিবর রহমানের ছেলে আতিয়ার রহমান ও ভাইপো মতিয়ার রহমান দু'জনকেই পুলিশ আটক করে নিয়ে যায় নীলগঞ্জ ফাঁড়িতে। দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর শুরু হয়েছে বাজি ও বাজির মশলা উদ্ধার। পাশাপাশি এলাকায় একের পর এক অবৈধ বাজি কারখানা ও গোডাউনে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাষ্কর মুখার্জি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ টন নিষিদ্ধ বাজি ও বাজির মশলা উদ্ধার করা হয়েছে। এই পরিমাণ আরও বাড়বে বলে অনুমান। পুলিশ এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় অভিযুক্ত ৪ জনের মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রমজান আলি নামে আরও এক অভিযুক্তের খোঁজ করছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত শফিক আলিকে আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। দত্তপুকুরের বাজি বিস্ফোরণ কাণ্ড নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং রঙ না দেখে কঠোর পদক্ষেপে নিতেও পুলিশকে নির্দেশও দিয়েছেন। ফলে পুলিশ জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশি তদন্তে নীলগঞ্জের পর বারাসাত আক্রমপুর এলাকা থেকে শয়ে শয়ে বাজি ভর্তি পেটি সবমিলিয়ে কয়েক ট্রাক বাজিয়ে উদ্ধার হয়। দত্তপুকুরে নীলগঞ্জ বাজি বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকেই বাজি ব্যবসায়ীরা ওই এলাকা থেকে বাজি সরিয়ে আক্রমপুর এলাকায় বাজি মজুত করছিলো বলে পুলিশ সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে বারাসাত থানা পুলিশ হানা দিয়ে ট্রাক ট্রাক বাজিয়ে উদ্ধার করে।

রাজ্যের ২ জেলায় গয়নার শোরুমে বড়সড় ডাকাতি

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই, গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজ্যের দুই জেলায় একই সংস্থার দু'টি সোনার শোরুমে বড়সড় ডাকাতির ঘটনা ঘটল। সোমবার দুপুরে পুরুলিয়া শহরে গয়নার শোরুমে ঢোকে এক দল দুষ্কৃতী। দোকানের প্রায় সমস্ত গয়নাই লুট করে চম্পট দেয় তারা। সূত্রের খবর, গুলিও চলে। অন্যদিকে, প্রায় একই সময়েই নদিয়ার রানাঘাটে ওই একই সংস্থার শোরুমে ডাকাতি হয়। সেখানেও গুলি চলে। শোরুমের কর্মীদের মারধর করে প্রায় ৯০ শতাংশ গয়না লুট করে নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে রানাঘাটের চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এক জনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরও মিলেছে। এই ঘটনা কয়েক মাস আগের ব্যারাকপুরের সোনার দোকানে ঢুকে ডাকাতি ও খুনের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিল আরেকবার।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রানাঘাটের গয়নার বিপণিতে সোমবার দুপুরে তেমন ভিড় ছিল না। আচমকাই সেখানে কয়েক জন দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে। সশস্ত্র প্রহরীদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে শুরু হয় লুট। এক জন কর্মীর মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ। তারপর গুলি চালাতে চালাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দুষ্কৃতীরা। ওই সময় পুলিশ বাধা দেয়।

ওই সোনার শোরুম সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ক্রেতা সেজে প্রথমে দু'জন পরে মোট ন'জন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুট শুরু করে। দুষ্কৃতীদের মুখোশ ছিল না। প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে হিরে এবং সোনার প্রায় সমস্ত গয়না লুট করে নিয়ে চলে যায় ওই দল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, তিনটি মোটরবাইকে চেপে পালিয়ে যাওয়ার সময় রানাঘাট থানার পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। এর পর চার জনকে ধরে ফেলে পুলিশ। উদ্ধার হয় একটি ব্যাগ। তাতে লুট হওয়া গয়নার একাংশ পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। নদিয়ার পুলিশ জেলার সুপার কে কান্নান বলেন, 'ডাকাতদলকে ধাওয়া করে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

তবে পুরুলিয়ার শোরুমে লুটের ঘটনায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তারির খবর এখনও মেলেনি। তদন্তকারীরা মনে করছেন, কোনও নির্দিষ্ট একটি চক্র এই দুটো ডাকাতির পিছনে রয়েছে। তারা একই সংস্থার শোরুমকেই কেন 'টার্গেট' করল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

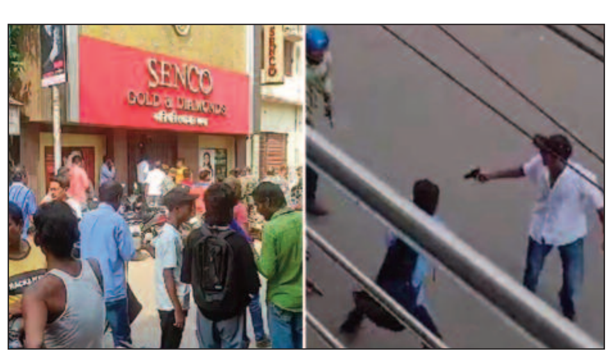

যাদবপুর: অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক ১ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু ও তার নেপথ্যে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শরিকদের নিয়ে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক ডাকলেন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। ডাকা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদেরও। তবে তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠন এই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতির দাবি তুলেছে। বৈঠক লাইভ স্ট্রিমিং করতে হবে বলেও দাবি তোলা হয়েছে তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠনের তরফ থেকে। সূত্রে খবর, আগামী ১ তারিখ ক্যাম্পাসে বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত সকলকেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন উপাচার্য। ছাত্র প্রতিনিধিদের পাশাপাশি থাকবেন অধ্যাপকদের একাধিক সংগঠন। তৃণমূলপন্থী শিক্ষক সংগঠন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির তরফ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু উপস্থিতি দাবি করা হলেও এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের তরফে কিছু জানা যায়নি এখনও। পড়ুয়ারাও এই বৈঠককে কীভাবে দেখছে, সে বিষয়েও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে।

কেন সমন পাঠানো হচ্ছে না অভিষেককে: বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতি মামলার শুনানি চলাকালীন পুর মামলার তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন সমন পাঠানো হচ্ছে না তা নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে এবার প্রশ্ন করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। মঙ্গলবার পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বিচারপতি এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীকে এমনই প্রশ্ন করেন বলে আদালত সূত্রে খবর। প্রশ্ন করেন, পুরসভা দুর্নীতি মামলায় এবার 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের' তথ্য সামনে আসার পরও কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সমন পাঠাচ্ছে না ইডি তা নিয়েও। উল্লেখ্য এই দুর্নীতি মামলায় সমান্তরালভাবে তদন্ত করছে ইডি-সিবিআই। তাই এদিন বিচারপতির প্রশ্নের মুখে পড়েন দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা-ই।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই কোম্পানিতে ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর ছিলেন। কিন্তু লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে তিনি এখনও সিইও রয়েছেন বলে প্রেস রিলিজে দাবি করেছে ইডি। আর এই সূত্র ধরেই বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার প্রশ্ন, 'ইডি যেখানে প্রেস রিলিজে স্পষ্ট উল্লেখ করে দিয়েছে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপরও তাঁকে কেন সমন পাঠানো হচ্ছে না?'

এদিকে মামলাকারীর আইনজীবীর ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'যেখানে ইডি স্পষ্ট করেই প্রেস রিলিজে উল্লেখ করেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র যে কোম্পানির সিওও ছিলেন, সেই কোম্পানিরই ডিরেক্টর ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সেটাই আদালতের সামনে তুলে ধরি। এই কোম্পানিগুলির মাধ্যমেই দুর্নীতির টাকা লেনদেন হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, এদিনের শুনানিতে উঠে আসে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের হিসাবরক্ষক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও। তাঁর অভিযোগ ছিল, ইডি-র তল্লাশির পর সংস্থার কম্পিউটারে ১৬টি অচেনা ফাইল ডাউনলোড হয়েছে। সে প্রসঙ্গে ইডি-র আইনজীবী বলেন, 'সন্দেহভাজনের কম্পিউটারে মেয়ের জন্য হস্টেলের খোঁজ করছিলেন। অচেনা ১৬টি ফাইলের একটিতে অফিসারের ওই তথ্য থাকলেও সেটা অনিচ্ছাকৃত।'

উত্তর শুনে বিরক্ত হয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, 'এটা তো হবেই। আপনার অফিসারের উদাসীনতার জন্য হয়েছে এটা। এর ফলে মূল তদন্ত মাঝপথে থমকে যাবে। আজকাল সবার মোবাইল আছে। ব্যক্তিগত বিষয় কীভাবে এখানে আসতে পারে? একজন সিনিয়র অফিসার কী এগুলো জানেন না?' এরপরই বিচারপতির প্রশ্ন, 'কত জন কাজ করছেন? তাঁরা যদি অন্য তদন্তে যুক্ত থাকেন, তাহলে অন্য অফিসার নিযুক্ত করব।'

এরই পাশাপাশি বিচারপতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীকে এদিন এও বলেন, 'যেভাবে তদন্ত এগোচ্ছে সবাই সন্দেহ করছে। আদৌ কবে চাকরি পাবেন বঞ্চিতরা? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জুলাই ২০২১ থেকে শুরু আজও চলছে।'

এরপরই বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা এও জানতে চান, 'যে সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে, তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করেছেন? আদালতে মামলা রয়েছে আর আপনি বলছেন সমন দেওয়া হবে?' প্রত্যুত্তরে ইডির আইনজীবী জানান, তাঁকে সমন দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ তিনি আরও একটি মামলা আদালতে করে রেখেছেন। তাঁকে আবার সমন পাঠানো হবে বলেও জানান ইডি-র আইনজীবী।

সুতপা হত্যাকাণ্ডে আজ সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহরমপুরের কলেজছাত্রী খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক, ঘটনার মূল অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরী। মঙ্গলবার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (খুন) এবং ২৮এ (অস্ত্র আইনে)-তে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। খুনের ১৫ মাসের মাথায় মঙ্গলবার শুনানি ছিল সুতপা চৌধুরী হত্যাকাণ্ডের শুনানি। মঙ্গলবার বহরমপুরের তৃতীয় দ্রুত নিষ্পত্তি (ফাস্ট ট্র্যাক) আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সন্তোষ কুমার পাঠক সুশান্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে নিউটাউনে ২০ কাঠা জমিতে হবে 'মিষ্টান্ন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের জেলায় জেলায় মিষ্টি হাব গড়ে তোলার উদ্যোগ আগেই নেওয়া হয়েছে। তার মাঝেই মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন রাজারহাট নিউটাউনের ইকোপার্কে হবে আরও একটি মিষ্টি হাব। মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে রাজ্য সেখানে ২০ কাঠা জমি দেবে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতিকে। সেই জমিতে গড়ে উঠবে নতুন একটি মিষ্টি হাব যেখানে প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে স্টল থাকবে আর সেই স্টলে থাকবে সেই জেলার প্রসিদ্ধ মিষ্টি সমূহ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সেই মিষ্টি হাবের নামকরণও করেছেন। নবান্নের সঙ্গে নামের ছন্দ মিলিয়ে 'মিষ্টান্ন' নাম রেখেছেন। মঙ্গলবার কলকাতার একটি বিলাসবহুল হোটেলে মিলন উৎসবের আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইকো পার্কে বর্তমান মিষ্টি হাবের উল্টো দিকে জমি দেওয়া হবে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতিকে। কেন সেই জায়গাকেই বাছা হয়েছে, তা- ও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ওখানে কোটি কোটি লোক যায়। লোক যেখানে যায়, সেখানেই হবে মিষ্টি হাব। আপনারা প্যাকেট করে রাখবেন, মিষ্টি নিয়ে চলে যাবেন। ছোট, বড়, মাঝারি প্যাকেট, বিক্রি হয়ে যাবে। আপনারা ১০ কাঠা চেয়েছেন, আমরা ২০ কাঠা দেব। চেষ্টা করব ১ টাকায় দিতে।' সেই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ববি পরের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিয়ে আসবে।' অর্থাৎ পরের মন্ত্রিসভার বৈঠকেই পাশ করিয়ে নেওয়া হবে মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে ইকোপার্কে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতিকে ২০ কাঠা জমি দেওয়ার বিষয়টি। কেমন হবে নতুন সেই মিষ্টি হাব, তার একটি রূপরেখাও তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'সব জেলার জন্য একটা স্টল দিতে চেষ্টা করবেন। সব জেলায় যা বিখ্যাত, নিয়ে আসতে চেষ্টা করবেন। সিউড়িতে যেমন মোরব্বা বিখ্যাত।' মিষ্টির পাশাপাশি হাবে মাদুর, পটচিত্র বিক্রির পরামর্শও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মিষ্টির বিক্রি বাড়াতে জন্মদিনে পায়েসের কেক তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি। মমতার মতে, ছানার কেকের সঙ্গে সেখানে মিশিয়ে দেওয়া হবে চাল। এ ভাবে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের বিক্রি বৃদ্ধি করার একাধিক পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন এই হাবে কাজ করতে পারবেন মেয়েরাও।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 28/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 108 নং এফিডেভিট বলে Aloke Das Gupta S/o. Asit Das Gupta ও Aloke Das Gupta S/o. Asit Das Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 16/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 81 নং এফিডেভিট বলে Tapas Seal S/o. Tapan Kumar Seal ও Tapas Shil S/o. T. Shil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 03/04/15 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 65 নং এফিডেভিট বলে Bijoy Chandra Bera S/o. Ram Chandra Bera ও Bijay Bera S/o. R. Ch. Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 25/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13163 নং এফিডেভিট বলে Jadab Datta S/o. Keshab Lal Datta ও Jadab Dutta S/o. K. L. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 28/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 25 নং এফিডেভিট বলে Atikramjit Paul ও Atikram Jit Pal S/o. Rajendra Nath Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 22/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12916 নং এফিডেভিট বলে আমি Kohinoor Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Saha ও B. N. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 24/01/2023 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে A/51 নং এফিডেভিট বলে আমি Palchuang Mog D/o. Mongkya Mog নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rajiya Khatun D/o. Mongkya Mog নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি বৌদ্ধ ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

FLAT SALE

Flat Sale at Behala, Thakurpukur 502, Das para, 3rd Floor, B/4, Swasti Appt. 630 Sqft. Interested person may

Contact : 9432644652

CHANGE OF NAME

I, BARTULLA TARKESHWAR RAO S/O Bartulla Shiva Rao resident of H. No. 20/1, BL. No. 2, Thana Road, P. O. + P. S. - Jagatdal, Dist - North 24 Paragana, PIN- 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 09.08.2023 that my actual and correct name is BARTULLA TARKESHWAR RAO but in my employee's service record at Waverly Jute Mills, my name is recorded as B. TARKESHWAR RAO. BARTULLA TARKESHWAR RAO and B. TARKESHWAR RAO is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12584 নং এফিডেভিট বলে আমি Brijendra Mohan Shukla ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ganga Vishnu Shukla ও G. D. Shukla, Gangabishnu Shukla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

I Papia Day, D/o Lakshmi Narayan Seal, residing at 57 Ballygunge place,Kolkata700047. Vide affidavit on 23rd August 2023,1st class Alipore Court, Kolkata, Papia Day and Sundarirani Seal is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে আগস্ট । ১২ই ভাদ্র , বুধবার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে মকর রাশি অষ্টোত্তরী রাহুর মহাদশা। বিংশোত্তোরী মঙ্গলর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল- ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধি ।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধরে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ- বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি।

তুলা রাশি : কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে ।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল ।যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ । আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন,তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে ।কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিন্যপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ।

নাম-পদবী

27/2/23 হুগলী চুঁচুড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটে আমি অলক কুমার নস্কর, পিতা বিজয় নস্কর ও অলক নস্কর, পিতা বি- নস্কর উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম আমার আসল নাম অলক কুমার নস্কর পিতা বিজয় নস্কর।

নাম-পদবী

426258287 LICI পলিসিতে আমার নাম Mihelal Sk, S/o. Late Nachher Ali আছে। গত ২৪/৭/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Ataur Rahaman S/o. Late Nachor Ali Sk নামে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি Partha Pratim Kundu, S/o. Basudeb Kundu, R/o. 58/2 Nabin Chakraborty Lane, Chatra, Serampore, Hooghly-712204 গত ২৮/৮/২০২৩ তারিখ হইতে L.D 1st Class Judicial Magistrate, Serampore Court থেকে Affidavit (No-9165) বলে প্রমান করছি যে, Partha Pratim Kundu এবং Partha Protim Kundu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Dilip Kumar Malakar S/O Late Suresh Chandra Malakar R/O 11 Jagannath Ghat Lane, Mahesh PS Serampore Hooghly 712202, declare Vide Affidavit (68) Dated 24/08/2023 in the court of Serampore Notary Public. that in my son Dipankar Malakar's Pan Card, Madhyamik Certificate & Madhyamik Admit card, father's name wrongly recorded as Dilip Malakar in place of Dilip Kumar Malakar. Dilip Kumar Malakar and Dilip Malakar is one and same identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগণা
মোকাম শিয়ালদহ ১ নং অতিরিক্ত জেলা জর্জ আদালত
টাইটেল এপ্রিল নং ৩১ অফ ২০১৫

বাদল মাউ, পিতা- মৃত অমূল্য সাউ, সাকিন ৩৭।১এ।১ এইচ। ১৫, কাশিপুর রোড, পোঃ ও থানা- কাশিপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০০২
.... এপিলেন্ট। বাদী
-বনাম-
সন্ধ্যা দাস, স্বামী-মৃত ভেন্টু দাস, সাকিন- ৩৭। ১এ। ১। এইচ। ১৫, কাশিপুর রোড, পোঃ ও থানা- কাশিপুর, কলিকাতা- ৭০০০০২।
... রেসপনডেন্টস। বিবাদীগন

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র দরখাস্তকারী বাদী আপনাদের বিরদ্ধে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফৎ উপরিউক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে।

আদেশানুসারে
Swarna Mukherjee
সেরেস্তাদার
শিয়ালদহের ১ নং অতিরিক্ত জেলা আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস, সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জলপথ নিয়ে দুর্নীতি ও ঝুঁকির পরিষেবার অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ'-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ বিজেপির। মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া সদর বিজেপির দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে সংস্থার বিরুদ্ধে যাত্রীদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পরিষেবা দেওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক উমেশ রাই। বলেন, 'হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতি' মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করছে। সংস্থার ২৬ টি ভেসেলের মধ্যে ৬ টি ভেসেল সম্পূর্ণভাবে যাত্রী পরিষেবার জন্য অযোগ্য অবস্থাতে রয়েছে। এগুলো বাতিল হওয়ার কথা তবু পরিষেবাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাকি ৯ টি ভেসেলের ফিটনেস সার্টিফিকেট অব্দি নেই। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভেসেলের সার্ভে করার নিয়ম। যদিও এই সংস্থা তা করাচ্ছে না। ভেসেলের এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী নিয়ে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, এতে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে মানুষের প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' এছাড়াও ওই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে আরও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়। অভিযোগ, অবৈধ টিকিট ছাপিয়ে মুনাফা চুরি করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের অর্থ লুট করা হয়েছে। কর্মচারীরা মাসের বেতন প্রতি মাসে পাচ্ছেন না। একাধিক বড় দুর্নীতি রয়েছে।' যদিও বিজেপির অভিযোগের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে নিয়ে সংস্থার আধিকারিক থেকে দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কেউ কোনও মন্তব্য করেননি।

জেলা স্তরের বাছাই কমিটি পুনর্গঠন, বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের প্রায় সাড়ে সাত হাজার শূন্য পদে নিয়োগের তোড়জোড় শুরু করেছে। সেই সূত্রে জেলা স্তরের বাছাই কমিটি বা 'ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশন কমিটি' পুনর্গঠনের বিষয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এখন থেকে এই কমিটিতে আর কোনও জনপ্রতিনিধি বা তাঁদের মনোনীত সদস্য থাকবেন না বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে। জেলাশাসকদের প্রধান করে শুধুমাত্র আধিকারিকদের নিয়েই প্রতি জেলায় আট সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি তৈরি করা হবে। জেলার ডিপিআরডিও হবেন সদস্য সচিব। প্রযুক্তি নির্ভর পদে নিয়োগের বিষয়টি দেখভালের জন্য জেলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কমিটিতে থাকবেন। একই সঙ্গে কমিটিতে বাধ্যতামূলকভাবে একজন করে তপসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির আধিকারিককে রাখতে বলা হয়েছে। জেলাশাসক বা মেম্বার সেক্রেটারির অনুপস্থিতিতে কোনও বৈঠক বৈধ বলে গণ্য হবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশকে সামনে রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

মুম্বইয়ে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট মিডিয়া সেশনে স্পেশ্যালিটি রেস্তোঁরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এপিজে সুরেন্দ্র পার্ক হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয় দেওয়ান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা ডঃ অমিত মিত্র, সিআইআই ন্যাশানাল কমিটি অন এক্সিম এবং কো-চেয়ার এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড লজিস্টিক সেক্টরাল কমিটি, বিজিবিএস অ্যান্ড প্যাটন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় বুধিয়া, এবং আইটিসি লিমিটেডের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর বি সুমন্ত।

তিন ট্রাক ভর্তি বাজি উদ্ধার, আটক দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: তিন ট্রাক ভর্তি বাজি সহ আটক দুই। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমডাঙার বেড়াবেড়িয়া এলাকার একটি ধরম কাটায় থেকে বাজি উদ্ধার করে এসটিএফ।

অনুমান, বাজি পাচারের আগেই তা ধরা পড়ে। নিষিদ্ধ বাজি ভর্তি ওই তিনটি ফুল পাঞ্জাব ট্র্যাক সহ একজন বাজি ব্যবসায়ী ও একজন ট্রাক মালিককে গ্রেপ্তার করে রাজ্য এসটিএফ। ট্রাক ভর্তি বাজি ত্রিপল দিয়ে ঢেকে পাচার করা হচ্ছিল। এসটিএফ বাজি ব্যবসায়ী বিমল ধারা ও ট্রাকের মালিক সরিফ আলি কে আটক করেছে।

নীলগঞ্জের মোচপোল এলাকায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনার পরই পুলিশের তল্লাশির ভয়ে বাজি গোপনে বাইরে পাচার করা হচ্ছিলো বলেই প্রাথমিক অনুমান। এসটিএফ সুত্রে খবর সোমবার রাত্রে গাড়ি গুলি পার্ক করা হয়েছিল। রাতে সেগুলি চলে যাওয়ার কথা ছিলো। তার আগেই গাড়িগুলি আটক করা হয়। তিনটে গাড়ি ভর্তি ট্রাক রাখা থাকলেও ড্রাইভার খালাসি গাড়ি পার্ক করে পালিয়ে যান। তিনটি ট্রাকের বাজির মালিক ও ট্রাকের মালিক কে এসটিএফ আটক করেছে।

দাম্পত্য কলহ না কি অন্য কারণ! ডোমজুড়ে তরুণীর মৃত্যুতে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ডোমজুড়ে নিজের স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে মৃতার স্বামী চন্দন মাঝিকে গ্রেপ্তার করে ডোমজুড় থানার পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে হাওড়া আদালতে পেশ করে ডোমজুড় থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ১০ দিনের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় পুলিশ। যদিও আদালত পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের অনুমতি দিয়েছে ।

যদিও রবিবার গভীর রাতে ডোমজুড়ের ঝালুয়ারবেড়ের পাইকান ডাসি এলাকার বাসিন্দা অনুশ্রী হাজরার গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার সূত্রে অভিযোগ,মেয়ের বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে অশান্তির সূত্রপাত ঘটে। কখনও টাকার দাবিতে, কখনও অনুশ্রীর নাচ শেখা নিয়ে চলা সেই অশান্তি দিনকয়েক আগে চরমে ওঠে। এর জেরে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন ওই তরুণী। রবিবার গভীর রাতে তাঁরই মৃতদেহ উদ্ধার হয় এক নির্জন এলাকা থেকে।

যদিও এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কেটে গেলেও দাম্পত্য কলহের কারণ নাকি অন্য কারণে খুন হয়েছেন বছর ২৪-এর ওই তরুণী, সেই প্রশ্নর উত্তর এখনও অধরাই রয়েছে তদন্তকারী অধিকারিকদের কাছে।

রবিবার রাতে ঝালুয়ারবেড় এলাকায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে নির্জন এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের পর উঠছে একাধিক প্রশ্ন। কেনো তিনি ওই স্থানে গিয়েছিলেন, কে তাকে ওখানে ডেকেছিল, মৃতদেহের চোখের কাছে সাদা রুমালই বা কেন বাঁধা ছিল সেই প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে তদন্তকারী অধিকারিকদের। পুলিশ অধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, তর্কাতর্কি চলাকালীন আচমকা মাথায় আঘাত করে অভিযুক্ত। এরপর রক্ত দেখে ঘাবড়ে যায়। তাই রক্ত আটকাতে ওই রুমাল বাঁধা হয়েছিল। যদিও এই গোটা ঘটনায় সন্দেহের তির তরুণীর স্বামীর দিকেই রয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে।

পরিবার সূত্রে খবর ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় অনুশ্রী হাজরা(২৪)-র। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় থেকে প্রেমের সম্পর্ক পরিণত হয় বৈবাহিক সম্পর্কে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের নাচ নিয়ে প্রবল আপত্তি ছিল। যদিও বিয়ের আগেই আমরা এ বিষয়ে তাঁরা আপত্তি জানায় নি। রবিবার সন্ধ্যায় এক বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার নাম করে সাইকেল নিয়ে বের হন তিনি। শেষবার যখন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোনে কথা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, সাইকেল খারাপ, সারিয়ে নিয়ে ফিরছি। এরপর সেই রাতেই উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। অনুশ্রীর বাবার অভিযোগ, তাঁর স্বামীই খুন করেছে। ময়নাতদন্তের পর মেয়ের বাবার দাবি, মেয়ের মাথার ভিতর থেকে গুলি পাওয়া গিয়েছে। যদিও পুলিস এই ঘটনাতে ওই তরুণীর স্বামীকে গ্রেফতার করে। তরুণীর পরিবারের দাবি, মৃতদেহের পাশ থেকে যে চশমা উদ্ধার হয়েছে, সেই চশমা শ্বশুরবাড়িতে ছেড়ে এসেছিলো অনুশ্রী। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের আরও অভিযোগ স্বামীর সঙ্গে তার খোরপোসের মামলা চলছিল। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য স্বামী চন্দন মাঝি স্ত্রীর ওপর চাপ দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত খুনের দায় স্বীকার করেনি ধৃত বলেই জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্রে। যদিও তদন্ত যথাযথ এগোচ্ছে কিনা তাই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ওই তরুণীর মাথায় গুলি করা হয়েছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে এমনটাই অভিযোগ মৃতার পরিবারের।

ভদ্রার কাল সময়ে রাখি বন্ধন নয়— কখন শুভ সময়?

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

হিন্দু পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, রাখি পূর্ণিমা যোগে, ২০২৩ এ ভদ্রাযোগ অশুভ লক্ষণ প্রবেশ করেছে। লঙ্কাপতি রাবণকে- রাখি বেঁধেছিলেন তার বোন ভদ্রাযোগে, ওই কাল সময়েই পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র, লঙ্কাপতি রাবণকে বধ করেছিলেন। পুরান অনুসারে ভদ্রাযোগ একটি অশুভ কাল যোগ প্রমাণিত- ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রে। পূর্ণিমা তিথি শুভারম্ভ কাল ৩০ শে আগস্ট বুধবার ২০২৩ সকাল ১০টা২৭ মিনিটে। সমাপ্তি হবে ৩১শে অগস্ট সকাল ৭টা ৫৮ মিনিটে। বৃহস্পতিবার অশুভ ভদ্রাযোগ এর কাল সময় থাকবে না, রাত্রি ৯টা ৩ মিনিট থেকে রাত্রি ১২টা২৯ মিনিট পর্যন্ত। এই পঞ্চাঙ্গ মূহুর্ত সময় সর্ব যোগ সিদ্ধ , ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে, রাখি বন্ধন করার প্রকৃত সময়। প্রীতিবন্ধনে পবিত্র রাখি বন্ধনে, কুমকুম- আতপ চাউল-শ্বেতশর্ষপ- হরিদ্রা সহ প্রদীপ প্রজ্জলনে ভাইয়ের হাতে রাখি বন্ধন করা উচিত। মন্ত্র হবে সপ্তজীবী মন্ত্র-- অশ্বথামা বালিব্যসো হনুমানশ্চবিভীষণঃ কৃপাচার্য চ পরশুরাম সপ্তজুতা চিরঞ্জীবী আয়ম অর্থাৎ অস্মথামা , রাজা বালি ,ব্যাসদেব, ভক্ত হনুমান ,বিভীষণ, কৃপাচার্য এবং পরশুরাম এরা হলেন জীবিত সপ্তজীবী তাদের আশীর্বাদ কাম্য।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩০ অগস্ট ১২ ভাদ্র, ১৪৩০, বুধবার

‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ নিয়ে উত্তরে খুশি নয় লালবাজার, তলব ইডিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ কোম্পানিতে ফাইল ডাউনলোড সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে চিঠি চালাচালি অব্যাহত। কলকাতা পুলিশের সিপিকে এই নিয়ে আগেই চিঠি পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু সেই চিঠিতে সন্তুষ্ট নয় লালবাজার। এরপরই যথাযথ ব্যাখা চেয়ে সশরীরে তলব ইডি আধিকারিককে। কেন ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’-র কম্পিউটারে ফাইল ডাউনলোড করেছেন ইডি আধিকারিক সেই ব্যাখা জানতেই এই তলব বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর।

ইডি-র তরফ থেকে বলা হয়েছে তারা এই বিষয়ে আগেই পুলিশ কমিশনারকে বিস্তারিত জানিয়েছে। কেন ফাইল ডাউনলোড হয়েছিল, কী পরিস্থিতিতে হয়েছিল সেই সমস্ত ব্যাখা দেওয়া হয়েছে। এরপরেও যখন লালবাজারের তরফ থেকে ইডি আধিকারিককে ডেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয় তখন ইডির তরফে স্পষ্ট জানানো হয় তাদের কোনও আধিকারিক লালবাজার যাবেন না। এই ব্যাখ্যাতেই লালবাজার সন্তুষ্ট হয়নি। কলকাতা পুলিশের দাবি, ইডি আধিকারিককে এসে পুলিশের সামনে বিষটি বিস্তারিত জানাতে হবে। একতরফা একটি চিঠি দিয়ে দিলে মীমাংসা হয় না।

ঘটনার সূত্রপাত হয় গত ২১ অগাস্ট। আলিপুরে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের অফিসে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালাতে যান। পরে ওই কোম্পানির হিসাবরক্ষক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন তদন্ত চালাকালীন কোম্পানির একটি ফাইলে ইডি আধিকারিক ১৬টি এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করে দিয়ে গিয়েছেন। এই ফাইলগুলি কোনও ভাবেই লিপস অ্যান্ড বাউন্সের নয়।

১৬টি ফাইল ডাউনলোডের কারণ ব্যাখ্যা করে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেয় ইডি। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, নিউ আলিপুরে সংস্থার অফিসে তল্লাশি অভিযান শেষের আগে ইডি-র এক তদন্তকারী অফিসার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওয়েবসাইট খুলেছিলেন। ইডি-র দাবি, ওই অফিসারের মেয়ের কলেজে নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। যাদবপুরের র‍্যাগিংকাণ্ডের পর রীতিমতো উদ্বিগ্ন ছিলেন ওই ইডি অফিসার। তাই মেয়ের জন্য হস্টেল খুঁজতে গিয়ে এই ১৬টি ফাইল কোনওভাবে ডাউনলোড হয়ে যেতে পারে। চিঠিতে ইডি-র দাবি, অভিযোগকারী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের তিন কর্মীর সামনেই এই ঘটনা ঘটে। পুরোটাই সিসি ক্যামেরা বন্দি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সোমবারও তৃণমূল ছাত্র যুবর মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফাইল ডাউনলোডের এই বিষয় সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মমতা বলেন, ‘অভিষেকের কম্পিউটার থেকে সব ফাইল বের করে নিয়েছে। তারপর নিজেরা কতগুলি ফাইল তৈরি করে নিয়ে গিয়েছে। আর সেগুলো ওখানে ভরে দিয়েছে। তোমরা যদি কম্পিউটার ওস্তাদ হও। তাহলে আমরাও মাস্টার। আমরা সব বের করে নিয়েছি একেবারে টাইম ধরে, যে এগুলো তোমরা ঢুকিয়েছ। ওদের কম্পিউটারে এগুলো ছিল না।’

আর্থিক অনুমোদন মিললে যাদবপুরে বসবে সিসিটিভি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর পর জোরাল হয়েছে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানোর দাবি। ইতিমধ্যেই দায়িত্বভার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও হস্টেলের প্রবেশ পথ সহ বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। তবে এখনও ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ করে উঠতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু বলেন, ‘সিসিটিভির যে প্রস্তাব এসেছিল, তা আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়েছি। প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদনের জন্য তা পাঠানো হয়েছে। মৌখিকভাবে আধিকারিকরা সম্মতি দিয়েছেন। তবে এর একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রস্তাব নবান্নে পাঠাতে হবে, অর্থ দপ্তরে দিতে হবে। সেইটুকু সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। পূর্ত দপ্তরকে দিয়ে যদি করিয়ে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ডব্লিউটিএল-কে যে ওয়ার্ক ওর্ডার দেওয়া হয়েছে, তা তুলে নেওয়ার বিষয়ও রয়েছে। এটা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে কথা বলতে হবে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে কিছু আমরা করতে পারব না। প্রস্তাব গ্রহণ করলেও এখনও আর্থিক সহযোগিতা আমরা পাইনি। আশা করছি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সঙ্গে আলোচনা করতে আমরা সদর্থক ভূমিকা নিতে পারব।’

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ সিসিটিভি লাগানোর বিরোধিতায় সরব। ফলে সিসিটিভি লাগানোর প্রক্রিয়া কতটা বাস্তবায়িত হয় এখন সেটাই দেখার।

মোটা টাকা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ, বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার ‘ফেরার’ দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাউকে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল চড়া সুদের, কাউকে আবার চাকরির। সেই সব টাকা নিয়েই চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল নৈহাটির মজুমদার দম্পতির বিরুদ্ধে। ঘটনার তিন মাস পরে বেঙ্গালুরু থেকে মজুমদার দম্পতি গ্রেপ্তার করে নৈহাটিতে আনা হয়। দম্পতি ধরা পড়ার খবর চাউর হতেই মঙ্গলবার নৈহাটি থানায় ও ব্যারাকপুর আদালতে জড়ো হন প্রতারিতদের একাংশ।

জানা গিয়েছে, টাকা না পেয়ে লোকজন মজুমদার দম্পতিকে তাগাদা দিচ্ছিলেন। পাওনাদারদের উৎপাত বাড়তেই চলতি বছরের ২০ মে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে চম্পট দেন নৈহাটি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ পল্লির বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রী সোমাশ্রী লাহিড়ী মজুমদার। বাড়িতে তালা ঝুলছে দেখেই সেদিন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন প্রতারিতরা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির নৈহাটি থানার পুলিশও।

সেদিন প্রতারিতরা মজুমদার দম্পতির বিরুদ্ধে নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। প্রায় তিন মাস বাদে সোমবার রাতে বেঙ্গালুরু থেকে মজুমদার দম্পতি গ্রেপ্তার করে নৈহাটিতে আনা হয়।

তনুশ্রী সরকার বলেন, ‘বাড়িতে বসে অনলাইনে কাজ পাইয়ে দেবার নাম করে গত ফ্রেবুয়ারি মাসে সোমাশ্রী ৫০ হাজার টাকা নিয়েছিল। ধার করে ওনাকে সেই টাকা

দিয়েছিলাম। কিন্তু চাকরিও মেলেনি। টাকাও ফেরত পাইনি।’ তনুশ্রীর দাবি, শুধু নৈহাটির বিভিন্ন এলাকা থেকেই ১০-১২ কোটি টাকা তুলেছে মজুমদার দম্পতি। তাছাড়া কৃষ্ণনগর, জয়নগর, বেলুড়, সোদপুর, দক্ষিণেশ্বর-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ওরা টাকা তুলেছে। প্রতারিত আর এক মহিলা দেবযানী বৈরাগী বলেন, ‘নতুন বাড়ি বানিয়ে ধার-দেনায় জড়িয়ে গিয়েছি বলে প্রথমবার ৫০ হাজার নিয়েছিল। পরবর্তীতে ব্যবসায় টাকা লগ্নি করলে ভালোই আয় হবে, এই প্রলোভন দেখিয়ে ১৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। গহনা বন্ধক রেখে সেই টাকা সোমাশ্রীকে দিয়েছিলাম।’ থানায় ও আদালতে দাঁড়িয়ে প্রতারিতরা টাকা ফিরে পাবার পাশাপাশি ধৃত দম্পতির কঠোর শাস্তির দাবি করেন।

ভাটপাড়ায় গুলিকাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্ত গুল্লি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়ায় গুলিকাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্ত অভয় সিং ওরফে গুল্লি। সোমবার রাতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বাড়ি কাঁকিনাড়ার ১২ নম্বর গলিতে। প্রসঙ্গত, সোমবার বিকেলে কাঁকিনাড়া জুটমিল লাইনের বাসিন্দা শিবকুমার বেহারা ওরফে বিকাশকে গুলি করে চম্পট দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্ত পুলিশের জালে। ধৃতকে জেরা করে বাকিদের নাগাল পাবার চেষ্টা করছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। অন্য দিকে, ভাটপাড়া থানার নারায়নপুর পুরানো পোস্ট অফিস মোড় এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত যুবক। ধৃতের নাম মহম্মদ সানু ওরফে সনু আহমেদ। ধৃতের বাড়ি কাঁকিনাড়ায়। সোমবার রাতে দুই সঙ্গীকে নিয়ে বাইকে চেপে নারায়ণপুর পুরনো পোস্ট অফিস

মোড়ে হানা দেয় ধৃত যুবক। এলাকার লোকজন সন্দেহবশত ওদেরকে তাড়া করে সনুকে পাকড়াও করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভাটপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় ঝোপ থেকে পুলিশ একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে।

ভুয়ো শিক্ষক দেখিয়ে ভুয়ো বেতন! একাধিক বিএড কলেজে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিএড কলেজ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ।

সূত্রের খবর, রাজ্যের অধিকাংশ বিএড কলেজে শিক্ষক নেই। ভুয়ো শিক্ষক দেখিয়ে চলছে সে সব কলেজ। পাশাপাশি, কলেজগুলির উপযুক্ত কাগজপত্রও নেই। এনসিটিই-র ২০১৪ সালের নিয়ম মানছে না সে সব কলেজ। অভিযোগের তালিকা এখানেই শেষ নয়, রাজ্যে এমন বহু বিএড কলেজ রয়েছে, যেখানে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত নেই। অভিযোগ, ভুয়ো ‘ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট’ দিয়ে চলছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। যদি কখনও বিপদ ঘটে, বড় ধরনের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

> **রাজ্যের অধিকাংশ বিএড কলেজে শিক্ষক নেই। ভুয়ো শিক্ষক দেখিয়ে চলছে সে সব কলেজ। পাশাপাশি, কলেজগুলির উপযুক্ত কাগজপত্রও নেই। এনসিটিই-র ২০১৪ সালের নিয়ম মানছে না সে সব কলেজ। অভিযোগের তালিকা এখানেই শেষ নয়, রাজ্যে এমন বহু বিএড কলেজ রয়েছে, যেখানে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত নেই। অভিযোগ, ভুয়ো ‘ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট’ দিয়ে চলছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।**

এই সব অভিযোগ ইতিমধ্যে জমা পড়েছে বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। এরপরই বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ চাওয়া হয়। সূত্রের খবর, তথ্য প্রমাণ না দেখাতে পারলে কলেজগুলোর অনুমোদন বাতিল হতে পারে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতেই বিএড কলেজগুলির অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত এবং বর্তমানে জেলে, তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বেশ কয়েকটি বিএড কলেজের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ স্থগিত করে দেন। দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় ওই সব বিএড কলেজগুলির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেন রাজ্যপাল। রাজভবনের তরফেও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চাওয়া হয়।

এরপরই নড়েচড়ে বসেছে আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্রের খবর, তদন্তে উঠে এসেছে, বিএড কলেজগুলিতে নগদে লেনদেন হচ্ছে। এমনকী সে সব কলেজে শিক্ষক নেই, সেখানে খাতায় কলমে ভুয়ো শিক্ষক দেখানো হচ্ছে। এদিকে এনসিটিই-র গাইডলাইন অনুযায়ী, ৫০ জন পড়ুয়া পিছু ৮ জন শিক্ষক থাকতে হবে। না-থাকলে সেই সব বিএড কলেজগুলোকে অনুমোদন দেবে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগই নয়, তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে পরবর্তীকালে ডেবিট কার্ড দিয়ে সেই টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। অভিযোগগুলো নিয়ে আমরা পদক্ষেপ করার চিন্তাভাবনায় রয়েছি।

বেশ কিছু বেনিয়ম নজরে এসেছে। এনসিটিই-র ২০১৪ সালের রেগুলেশন মানতে বলা হয়েছে। যে কলেজগুলো সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, তাদের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হবে।’

ইডির জালে আরও এক চিটফান্ড কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিটফান্ডকাণ্ডে ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এবার গ্রেপ্তার করা হল চক্র গ্রুপের কর্ণাধার পার্থ চক্রবর্তীকে। প্রসঙ্গত, এর আগেও বিভিন্ন চিটফান্ড প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে।

সূত্রের খবর, এর আগে ২০০৭ সালে একবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পার্থ চক্রবর্তীকে। সেই সময় দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। পরে দমদম বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। বাজার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে চক্র গ্রুপের এই কর্ণধারের বিরুদ্ধে।

অতীতে গড়ফা-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক থানায় পার্থ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়। সূত্রে এ খবরও মিলছে, একসময় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকও ছিলেন পার্থ। সেই সময় গড়ফা এলাকায় কিছু ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে বহু টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এই পার্থ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেই। অভিযোগ ওঠার পর দীর্ঘ সময় গা-ঢাকা দেন পার্থ। তখনই তদন্তে নেমে খোঁজে চলে তাঁর সঙ্গে কোনও প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে কি না সে ব্যাপারেও।

অন্য দিকে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা সংক্রান্ত একটি মামলায় প্রীতিময় চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে ১০ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচার ভবনের সিবিআই-এর বিশেষ আদালতের বিচারক। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দাবি, বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা পিনকন-এর মামলায়, ধৃত ব্যবসায়ী কৌস্তুভ রায়ের সংস্থা থেকে ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা নিজের সংস্থায় নিয়েছিলেন প্রীতিময়। এই বিষয়ে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়, ‘ওই টাকা নানা ভাবে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে বলে তথ্য মিলেছে।’

কলকাতার আরও এক কলেজে র‍্যাগিং! রিপোর্ট চাইল ইউজিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রথম বর্ষের পড়ুয়ামৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ কলকাতার অন্য এক কলজে। ফুলবাগানের গুরুদাস কলেজের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ করেছেন এক পড়ুয়া। সূত্রের খবর, র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় অভিযুক্ত শাসকদলের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতা। অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতা গুরুদাস কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ‘নিগৃহীত’ পড়ুয়া সরাসরি ইউজিসির কাছে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ করেছেন।

সূত্রের খবর, ছাত্রের থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে ইউজিসি-ও। অভিযোগ পাওয়ার পর ইউজিসির তরফে ইতিমধ্যেই গুরুদাস কলেজের অধ্যক্ষের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়। ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী পদক্ষেপে করার পাশাপাশি কলেজকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে থানায় এফআইআর দায়ের করতে বলা হয়েছে। এদিকে ইউজিসির তরফ থেকে যে নির্দেশ এসেছে সেই অনুসারে কলেজের তরফ থেকেও রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে গুরুদাস কলেজ সূত্রে খবর, কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত টিএমসিপি ছাত্রনেতার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যও ইউজিসির কাছে রিপোর্ট আকারে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও অভিযুক্ত ছাত্রনেতার দাবি, যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যে। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর ফের একবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এদিকে সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা গেছে একাধিক নেতাকে। খোদ তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় র‍্যাগিংমুক্ত ক্যাম্পাসের বার্তা দিয়ে বলেন, ‘র‍্যাগিংমুক্ত ক্যাম্পাসই আমাদের লক্ষ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আমাদের সরকার অ্যান্টি র‍্যাগিং হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে সারা বাংলার ছাত্রছাত্রীরা এই নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। কিন্তু এক শ্রেণির লোক ক্যাম্পাসে সিসিটিভি লাগানোর বিরোধিতা করছে। কিন্তু আমরা সিসিটিভি লাগাবই।’

রবীন্দ্রনাথের রাখি বন্ধনের দিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের পরামর্শ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কবে পালন করা হবে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ তার দিনক্ষণ ঠিক করতে শাসকদল আর স্যাফ্রন ব্রিগেডের দড়ি টানাটানি চলছে দীর্ঘদন থেকেই। বিতর্কের মধ্যেই কয়েকদিন আগে রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করেছিলেন খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিজেপির তরফ থেকে যে দিনটিকে প্রস্তাব দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালনের সেই দিন অর্থাৎ ২০ জুন রাজভবনে পালন করা হয় ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’। যদিও তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাবন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ দাবি ছিল, এইদিনে বাংলা ভাগ করা হয়। এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়া এই দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এটা ঠিক নয়। এটা অসাংবিধানিক। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, এই দিনের সঙ্গে বাংলাভাগের ক্ষত জড়িয়ে রয়েছে। সে কারণেই দিনক্ষণ ঠিক করতে ফের তৈরি করা হয় কমিটি। এরইমধ্যে এ বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় নবান্নে। আমন্ত্রণ জানানো হয় নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, সুগত বসু, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আবুল বাশার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, যোগেন চৌধুরী, জয় গোস্বামীর মতো ৯০ জন বিশিষ্টকে। ডাকা হয় শিশু কিশোর একাডেমী, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি, রাজ্য চারুকলা পর্ষদকেও। সেখানে ১ বৈশাখ সহ একাধিক তারিখ উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে পালন করার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস করে হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে কবি জয় গোস্বামী বলেন, ‘২০ জুন প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে মমতা যে আপত্তি করছেন সেটা একদম ঠিক। তিনি আমাদের যে পরামর্শ দেবেন তা মেনে চলতে আমি অন্তত প্রস্তুত। আমাদের এখানে সুগত বসুর মতো ইতিহাসবিদ রয়েছেন তিনি আমাদের

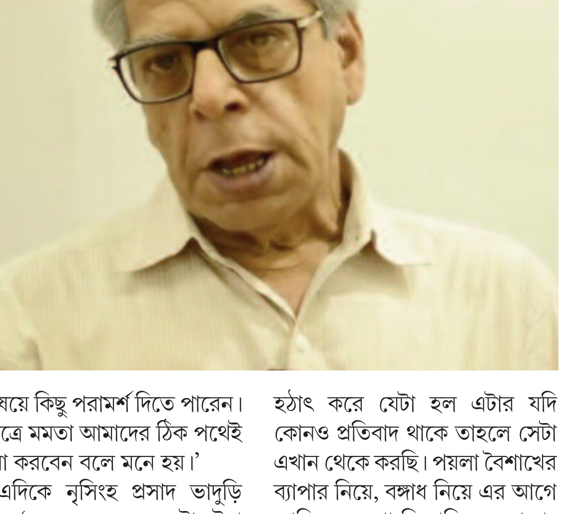

এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে মমতা আমাদের ঠিক পথেই চালনা করবেন বলে মনে হয়।’

এদিকে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি জানান, ‘২০ জুন এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল এটা কস্মিনকালেও শুনিনি। হঠাৎ করে যেটা হল এটার যদি কোনও প্রতিবাদ থাকে তাহলে সেটা এখান থেকে করছি। পয়লা বৈশাখের ব্যাপার নিয়ে, বঙ্গাধ নিয়ে এর আগে আমি বহু লেখা লিখেছি এর আগে। এটা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির একটা অন্যতম অঙ্গ হয়ে যায়। আকবর বা শশাঙ্ক, বঙ্গাধ চালুর ক্ষেত্রে যাদেরই কথা বলি না কেন সে সময় কিন্তু অখণ্ড বাংলার প্রসঙ্গই ছিল। বাংলা ভাষার সূত্রে আমরা বঙ্গ শধটা ব্যবহার করি। তাই দিনক্ষণ ঠিক করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিখ্যাত মানুষ সেটা চৈতন্য হতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর রাখির প্রচলন করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বেশেষে এটার সূচনা হয়েছিল। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন তাঁর ওই রাখি সমস্ত বাংলাদেশ মেনে নিয়েছিল। ওপার বাংলা থেকে এপার সব জায়গার মানুষই এটা মেনে নিয়েছিল। তাই সেই স্মৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে রাখির দিনটাকে রাখা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়। তাহলে ইতিহাস ও সেই সময়ের মানুষের বেঁধে বেঁধে থাকার স্মৃতিটাকেও ধরে রাখা যাবে।’

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এজেসি বোস উড়ালপুলে মঙ্গলবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইক আরোহীর। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মদন সাহা।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, দুপুর বারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই ব্যক্তি বাইক নিয়ে এজেসি বোস উড়ালপুল দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনুমান, সেই সময় পিছন থেকে কোনও গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। যার জেরে বাইক নিয়েই উড়ালপুলের দেওয়ালে ধাক্কা খান ওই ব্যক্তি। মাথা থেকে খুলে যায় হেলমেট। এরপর দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।

সম্পাদকীয়

আমরা কি ধীরে ধীরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছি

আজকের এই সমাজমাধ্যম, যা নিয়ে আমরা সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকি, তাতে নিজের ঘরে জাতীয় পতাকার তোলা ছবি আপলোড করা, কত জন পছন্দ করলেন, কে কী মন্তব্য করলেন, তা কি আসলে আবারও সেই সমষ্টির চেতনা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে দেওয়ার চক্রান্ত? সুশীলাদির সহকর্মীরা কেউ কেউ তাঁর কথার বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন, জাতীয় পতাকা শুধু তো কেন্দ্রীয় শাসক দলের সম্পত্তি হতে পারে না, এই পতাকায় সবার অধিকার। এক জন বললেন, যখন এনআরসি বিরোধী আন্দোলন হচ্ছিল, তখন তো জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্রের শাসক দলের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ারই লড়াই ছিল। আজকে যদি সেটা প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছয়, তাতে ক্ষতি কী? এটা তো ওঁদের হাত থেকে সমস্ত মানুষের কাছে জাতীয় পতাকা পৌঁছে যাওয়া হল, এতে দোষের কী? কিন্তু সুশীলাদির মনটা খচখচ করে যাচ্ছে, সব প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন না তিনি।

নোটবন্দির সময়েও এই কেন্দ্রীয় সরকার সমষ্টির চেতনা ভেঙে দিয়েছিল। সবাই ব্যক্তিগত ভাবে ব্যাঙ্ক এবং এটিএমের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, কেউ সমষ্টিগত ভাবে ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি। যখনই বলা হয়েছে আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, গ্যাসের সংযোগ বা রেশন কার্ডের সংযোগ করাতে হবে, প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে নিজের সমস্যা সমাধানে ছুটেছেন, কেউই সমষ্টিগত ভাবে এই নির্দেশগুলোর বিরোধিতা করেননি। কোভিডের সময়ে যতই প্রচার করা হোক না কেন, রোগীকে নয় রোগকে দূরে রাখুন, বাস্তবে মানুষ কিন্তু ভয় হোক বা ভীতিতে, পাশের বাড়ির শুধু নয়, পাশের মানুষটিকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের আপনজনকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কোভিডের যাঁরা চিকিৎসা করছেন, সেই মানুষদের ঘর ভাড়া দিতে দ্বিধাবোধ করেছেন।

সমষ্টির চেতনা কখন যে শুধুমাত্র ব্যক্তিচেতনার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে, তা আজ কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে। দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুই হয় 'আমরা' শব্দটি দিয়েখ 'আমরা ভারতের জনগণ'। তা হলে কি 'আমরা' শব্দটি আর থাকবে না, সবই 'আমি'কেন্দ্রিক হয়ে যাবে? 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এ কি এটাই আমাদের প্রাপ্তি?

জন্মদিন

আজকের দিন

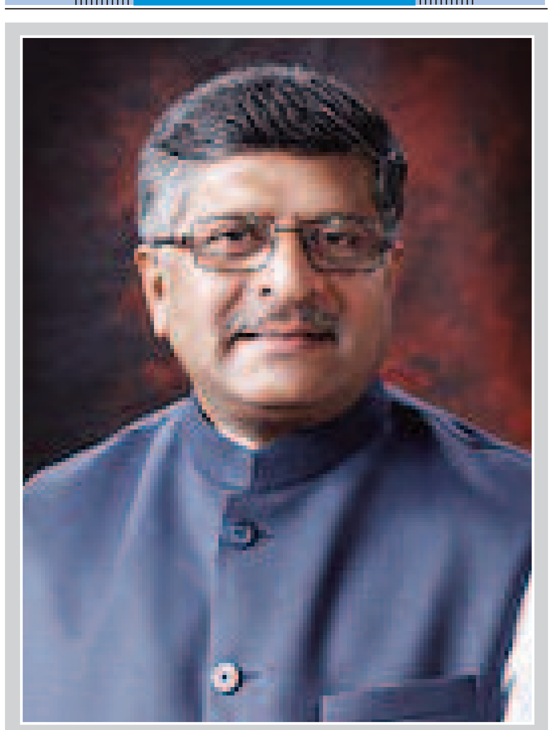

রবিশঙ্কর প্রসাদ

১৯২৩ চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট গীতিকার শৈলেন্দ্রর জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রবিশঙ্কর প্রসাদের জন্মদিন।
১৯৭১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের জন্মদিন।

বিক্রমের চন্দ্রজয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

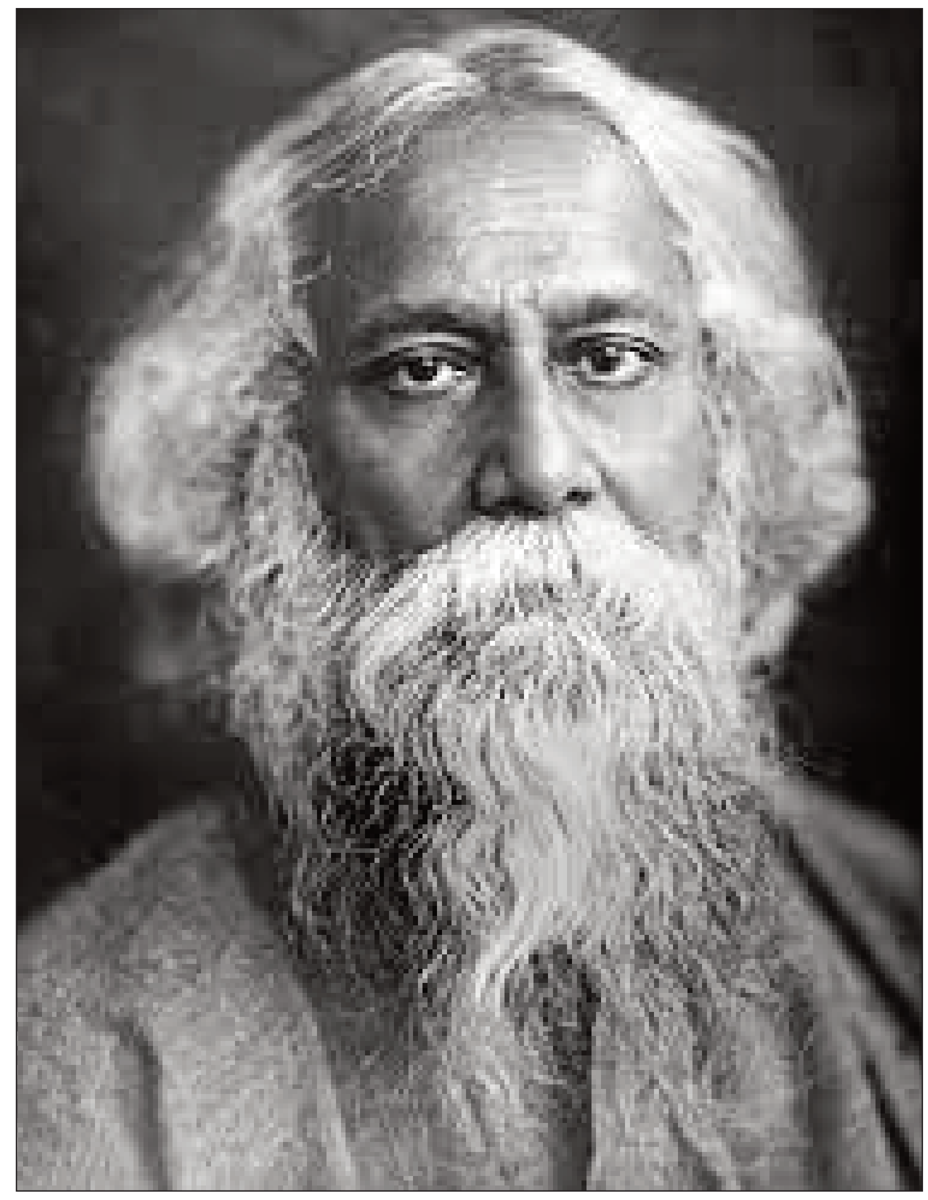

সঞ্জয়কুমার দাস

অখন্ড ভারতের স্বপ্ন অঞ্জলিতেই বণিকের চুক্তিশর্ত মেনে রাজদণ্ডের পুনরুদ্ধারে বিভাজিত স্বাধীন ভারতের নবারুণ, ঈপ্সিত হোমানলের গর্ভপাথারে আপন মহিমায় ভাস্বর। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের গরিমা আপামর ভারতীয়ের হৃদয়বিশ্বে বসন্তের পসরা সাজায়। সে সরণিতে স্বাধীনতার অমৃতবর্ষের যুগপৎ বিচরণে আহ্লাদ অনন্ত। সে অনন্ত আহ্লাদ ঘনত্বের 'তম' প্রাপ্তির স্মারকচিহ্নটির নাম 'বিক্রম' বৃহদার্থে চন্দ্রযান-৩। আক্ষরিকতায় তা ১৪ জুলাই ২০২৩ উৎক্ষেপিত হলেও বৃহদার্থে তাঁর উৎসভূমি ১২ অগস্ট ১৯১৯। ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিওয়ালাবাগ যখন ভারতীয়ের রক্ত রঙে রঞ্জিত, ঠিক দুই ঋতুকাল পরেই আমেদাবাদে ১২ অগস্ট সরলা দেবীর গর্ভপাথারে সুনামীর বাতাবরণ। যে সুনামীর উচ্ছ্বাসেই মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হন, বিক্রম আম্বালাল সারাভাই। আপামর ভারতীয়ের নিকট যিনি বিক্রম সারাভাই। বিজ্ঞানের চর্চাবিশ্বে যিনি ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের জনক অভিধাতে ভূষিত। জন্মশতবর্ষের মাইলফলক পেরিয়ে এসে, অনতিকাল যাপনের পূর্বেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনাবিশ্বের কেন্দ্রে অভিষিক্ত। এ অভিষিক্তি চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যে। গত ২৩ অগস্ট বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ের ঘূর্ণিপাকে ঘোর লাগিয়েই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) চাঁদের মাটিতে সফলভাবে অবতরণ করে। আর এই অবতরণের দিনই ভারতীয়দের মুখে মুখে চাউর হয়ে যায় ল্যান্ডার বিক্রমের নাম। ইসরো, বিক্রম, মহাকাশ - এই সূচক শব্দত্রয়ীতে বিক্রম সারাভাই এক গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিগাথা এবং সে কীর্তিগাথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পৃক্তি এ লেখনির অঙ্গীকার।

বিক্রম সারাভাইয়ের পিতা আম্বালাল সারাভাই (১৮৯০-১৯৬৭) ছিলেন আমেদাবাদের একজন প্রসিদ্ধ বস্ত্র শিল্পী তথা শিল্পপতি। শুধু তাই নয় একাধারে তিনি ছিলেন সমাজসেবী, প্রতিষ্ঠান নির্মাতা, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর অনন্য সমর্থক। ক্যালিকো মিলসের প্রবর্তক-সভাপতি এবং দ্য সারাভাই গ্রুপ অফ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীও। অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গে মঙ্গলদাস গিরিধরদাস মহাত্মাজীর আশ্রমে আর্থিক অনুদান স্থগিত করলে এই আম্বালাল সারাভাইই গান্ধীজির পাশে দাঁড়ান এবং তৎকালে দুই বছরের ব্যয়ভার বাবদ ১৩০০০ টাকা গান্ধীজির হাতে তুলে দেন। তাঁর এ অবিস্মরণীয় অবদান প্রসঙ্গে এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, তিনি ছিলেন আমেদাবাদের আলোকবর্তিকা।

আমেদাবাদের সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্তি সূত্র মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারফত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ভারতের প্রথম দেশীয় সিভিলিয়ান। শিক্ষানবিশীর পালা চুকিয়ে এই সময় তিনি আমেদাবাদে জনপালন নির্বাহকের দায়িত্বে অবতীর্ণ হন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ন্যায় রবীন্দ্রনাথও বিলেতে থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করুন। সেই উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার আমেদাবাদ যাত্রা। সময়টা ১৮৭৮ সাল। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় ১৮৭৮ সালের ১৫ মে মেজদার সাথে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে পৌঁছন। সেযাত্রা সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞান, 'বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জজ ছিলেন। আমার বউঠাকরুন এবং ছেলেরা তখন ইংলণ্ডে;সুতরাং বাড়ি একপ্রকার জনশূন্য ছিল।' সত্যেন্দ্রনাথ বদলি চাকুরির বাধ্যতায় আমেদাবাদ থেকে চলে আসলেও রবীন্দ্রনাথের সাথে আমেদাবাদের আত্মিক সম্পর্ক সূত্রটি ছিল আমৃত্যু অটুট। এবং সে সূত্রেই ভারতের চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যে তাঁর সম্পৃক্তি।

রবীন্দ্রতথ্যের প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দিয়ে আনকোরা ডুবুরির ন্যায় যে দু-একটি তথ্যনুড়ি আঙুল গলিয়ে পড়তে অপারগ, তার নিরিখে বলা যায় ১৯২০ সাল নাগাদ তিনি আমেদাবাদে যান। ততদিনে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র গীতিরবে বিশ্ব চরাচর মোহিত, প্রাপ্তি ঘটেছে ভারতের তথা এশিয়া মহাদেশের সাহিত্য তথা সমগ্র প্রকরণের প্রথম নোবেল সম্মানের। খ্যাতির সৌরভ ছড়িয়েছে দিগ্বিদিক। তাই গুজরাট সাহিত্য সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃতে এসময়ে তিনি আমেদাবাদে উপস্থিত। সম্ভবত তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয় সেই আম্বালাল সারাভাইয়ের বাড়িতেই। স্বভাবতই আমেদাবাদের সারাভাই পরিবারের সাথে সম্পর্কের রসায়ন অলৌকিক সৌরভমন্ডিত। তখন বিক্রম সারাভাই শিশুমাত্র। অবশ্য ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসেও রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ যাত্রার সংবাদ পাওয়া যায়। সেবার তিনি গান্ধীজির আশ্রমে গিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি সেসময়ে কারাগারে থাকার দরুন রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। যে গান্ধীজির সাথে সারাভাই পরিবারও সম্পৃক্ত।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' (দ্বিতীয় খন্ড) পাঠে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে আমেদাবাদে যাওয়ার সংবাদ মেলে। ''কাশী হইতে কবি ২১এ ফাল্গুন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। সেখানে অতুলপ্রসাদের বাসায় চারিদিন থাকেন। ২৫এ ফাল্গুন (১০ই মার্চ) লক্ষ্ণৌ হইতে বোম্বাই রওনা হইলেন। কবি গানের ভাবে আছেন, ট্রেণে অনেকগুলি গান রচনা করেন। বোম্বাইতে জাহাঙ্গীর পেটিটের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া ১৪ই মার্চ রাত্রে আহমদাবাদ যাত্রা করিলেন। সেখানে আম্বালাল সারাভাইএর বাড়ীতে থাকেন। আমাদাবাদে দিন চার থাকিয়া কবি সদলে করাচি যাত্রা করেন।''

'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবারে শিলং-এ যান। এবং এসময়ে আম্বালাল সারাভাইও শিলং-এ আসেন। শুধু তাই নয় সপরিবারে কবির থাকার বন্দোবস্ত করেন আম্বালাল সারাভাইই। দৃষ্টান্তগুলির কালগত ঐক্যের পরাম্পরা বজায় না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সাথে সারাভাই পরিবারের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনে অসুবিধে হয়না। স্বভাবতই মেধাবী ছাত্র বিক্রম আম্বালাল সারাভাই উচ্চশিক্ষায় নিজেকে সমৃদ্ধির পাথারে ভাসাতে চাইলে প্রয়োজন হয় একটি সুপারিশের। এবং সেই সুপারিশের শ্লাঘনীয় অধ্যায়েই রবীন্দ্রনাথের আত্মীকরণ। অর্থাৎ বিক্রম সারাভাইয়ের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ ও গবেষণার অভীপ্সা পূরণে সেতুর কাজ করে রবীন্দ্রনাথের সুপারিশ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতব্যে তিনি লেখেন 'কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিক্রম সারাভাইয়ের নাম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুপারিশ করছি। বিজ্ঞানের প্রতি এই তরুণের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। আমি নিশ্চিত, কেমব্রিজে পড়ার সুযোগ পেলে ও বিশেষ উপকৃত হবে।' এযাবৎ আলোচনার রসায়নবৃত্তে উদ্ভাসিত আভাসের চূড়ান্ত স্বীকৃতি মেলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মসিতে ''বিক্রম ও তাঁর পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। বোম্বে প্রেসিডেন্সির অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও সংস্কৃতিবান পরিবারের সদস্য। তাঁর এক ভাই ও বোন বর্তমানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিক্রম একবারে যোগ্য প্রার্থী।'' সুপারিশপত্রটিতে সন-তারিখের উল্লেখ জানান দেয়, সেটি ১৯৩৫ সালের ১ নভেম্বরে লেখা। সেসময়ে রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করছেন, শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত এ সুপারিশ পত্রের গুরুত্ব অনুধাবনে তাত্ত্বিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় বিক্রম সারাভাইয়ের অবদান স্মরণ করলে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি লাভ করবে সে চর্চাবিশ্ব। ১৯৬৬ সালে আমেদাবাদে তিনি যে কমিউনিটি সায়েন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন তা আজ বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার নামে খ্যাত। ভারতের মহাকাশ গবেষণায় তাঁর অবিকল্প অবদানের স্বীকৃতিতেই একালের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-২ এবং চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডারের নামকরণ করেন 'বিক্রম'। যদিও ২২ জুলাই ২০১৯ সালে উৎক্ষেপিত চন্দ্রযান-২ এর চাঁদের মাটিতে অবতরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা ৬ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সে ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েই গত ২৩ অগস্ট ২০২৩ সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছল চন্দ্রযান-৩ থুড়ি 'বিক্রম'। বিশ্ব মহাকাশ গবেষণায় এক অশ্রুতপূর্ব- অভূতপূর্ব গৌরবগাথায় জনকের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণে উত্তরাধিকারগণের সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা সাফল্যের গরিমায় রঞ্জিত। সেইসঙ্গে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রাণপুরুষ বিক্রম সারাভাইয়ের মেধার যথাযথ মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পৃক্তিও নবারুণ রাগে রঞ্জনের অনন্য পদক্ষেপ। 'তিরঙ্গা' ও 'শিবশক্তি' নিশ্চিত ভাবেই মহাজাগতিক বিশ্বে ভারতের বিজয়গাথার স্মারক চিহ্নে অভিষিক্ত। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা আরও সমৃদ্ধ হোক।

তথ্যঋণ

রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খন্ড),
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, ১৩৪৩
রবিজীবনী (প্রথম খন্ড),
প্রশান্তকুমার পাল, ভূর্জপত্র, কলকাতা,
উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য
বর্তমান পত্রিকা, ২৫/০৮/২০২৩
@ The Wall– Real News Realtime– 24/08/2023
জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একক মাতৃত্ব যখন দুষ্কৃতীর শিকারে সঙ্কটে

শুভজিৎ বসাক

বর্তমানে একক মাতৃত্ব নিঃস্তব্ধ সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-শিক্ষা ও চিকিৎসকদের আচরণবিধি সংক্রান্ত দেশের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা এনএমসি-র সাম্প্রতিক গাইডলাইনে চিকিৎসকদের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে আইভিএফ বা অন্য সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির প্রয়োগে সন্তান ধারণ করতে ইচ্ছুক কোনও মহিলা যদি ফার্টিলিটি ক্লিনিকে আসেন, তখন শুধু ওই মহিলার সম্মতি নেওয়াই যথেষ্ট নয়। লিখিত সম্মতি থাকতে হবে তাঁর স্বামী বা সঙ্গী অথবা শুক্রাণুদাতারও। চিকিৎসকরা তো বটেই, এনএমসি-র এমন নির্দেশিকা আপাদমস্তক পুরুষতান্ত্রিক ও নারীর মাতৃত্বের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে সরব হচ্ছে বিভিন্ন মহল।

কিন্তু সাম্প্রতিক বাস্তবিক পরিস্থিতি ঘেঁটে দেখলে এই বিষয়ে যথেষ্ট ভেবে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা জানি, ভ্রূণ একটি আদি কোষ যা দুইটি গ্যামেটের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়। যৌন জননে অংশগ্রহণকারী প্রাণীতে শুক্রাণুর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে যে জাইগোট সৃষ্টি হয় তা ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে পরিস্ফুটনের মাধ্যমে ভ্রূণ সৃষ্টি করে। আর এই ভ্রূণ যখন মানুষের আকারে জন্ম নেয় তার মধ্যস্থিত জিন তার চরিত্র নির্ধারণ করে।

জীববিজ্ঞানে, একটি জিন হল ডিএনএ-এর একটি অংশ যা ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত যা প্রোটিন তৈরি করে। জিনের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির জন্য নিউক্লিক অ্যাসিডের জেনেটিক কোড থাকে। ডিএনএ সরাসরি প্রোটিনে প্রেরণ করা হয় না তবে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন নামক একটি প্রক্রিয়ায় প্রতিলিপি করা হয়। কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে যেখানে DNA ট্রান্সক্রিপশন হয়। ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর হল প্রোটিন যা একটি জিন চালু বা বন্ধ কিনা তা নির্ধারণ করে। ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলি ডিএনএর সাথে আবদ্ধ হয় এবং কোষের কোন জিনগুলি প্রকাশ করা হয় তা নির্ধারণ করে। কিছুক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ করে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশকে বাধা দেয় ।এভাবে, একটি জিন যখন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এই প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। যে জিনটি অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় সেই জিনকে এপিস্ট্যাটিক জিন আর যে জিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় সে জিনটিকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বলে। প্রকট এপিস্ট্যাসিস অনুপাত ১৩ ৩। যখন একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এই প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে।

সম্প্রতি ইজরায়েলের একটি সমীক্ষা এই বিষয়ে নজর কেড়েছে। সম্প্রতি বোতলে ভরে সহবন্দির শুক্রাণু পাচার করার সময় ধরা পড়ে কিছু প্যালেস্তিনীয় বন্দি। দক্ষিণ ইজরায়েলের রামোন জেলের এই ঘটনায় সামনে এসেছে এক অচেনা সত্যি। যদিও দীর্ঘ কারাবাসে থাকা প্যালেস্তিনীয় বন্দিদের এভাবে শুক্রাণু পাচার করার ঘটনা নতুন নয়। জেলের বাইরে এই পাচার হওয়া শুক্রাণু দিয়ে আইভিএফের সাহায্যে সন্তানধারণ করেন প্যালেস্তিনীয় বন্দিদের স্ত্রীদের অনেকেই। ২০১২ সালে প্রথম এই পদ্ধতিতে একটি শিশুর জন্ম হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্তাইনে।

ঠিক এই পদ্ধতিকেই কাজে লাগিয়ে সারা বিশ্বে বহু জঙ্গি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী দেশগুলিকে সরাসরি আক্রমণের পরিবর্তে অন্য সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তিকে এরা লক্ষ্য করেছে। প্রকট এপিস্ট্যাসিসের অনুপাত ১৩ ৩ হওয়ায় হাইপোস্ট্যাটিক জিনের সংখ্যাধিক্য হচ্ছে। এইক্ষেত্রে জিনপুল বিশেষ সহায়ক হয়েছে। একটি জিনপুল হল একটি জনসংখ্যার সমস্ত জিনের সংগ্রহ যা একটি একক প্রজাতিতে পিতামাতা থেকে শিশুদের কাছে প্রেরণ করা যেতে পারে। আরও বৈচিত্র্যময় জিনের জনসংখ্যা একটি বড় জিনপুল তৈরি করে মিউটেশন ঘটাচ্ছে। যখন ডিএনএ-তে নিউক্লিওটাইডের ক্রম পরিবর্তন করা হয়, তখন একে জেনেটিক মিউটেশন বলে। পরিবর্তনগুলি এক জোড়া নিউক্লিওটাইডকে প্রভাবিত করতে পারে বা ক্রোমোজোমের একটি অংশের মতো বড় হতে পারে। কিছু বা বহুক্ষেত্রে মিউটেশন রোগের কারণ হতে পারে। অতএব প্রকট এপিস্ট্যাসিস ধারণাকে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে মূল লক্ষ্য করা হয়েছে। অপরাধীরা নিজেদের দেশে তো বটেই বহির্বিশ্বেও অন্য সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে নিজেদের ভিতরের রোগ বা অপরাধপ্রবণ মানসিকতাকে প্রসার করে রোগগ্রস্ত সন্তান ও অপরাধপ্রবণ মানসিকতার ভবিষ্যত প্রজন্মের নিঃশব্দে প্রসার ঘটাচ্ছে। এতে সামাজিক সুস্থতার অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হচ্ছে।

আজকাল স্বাধীনচেতার যুগে একক মাতৃত্ব অবশ্যই সাবলীলতার প্রতীক কিন্তু এই সফ্ট কর্নার কোথাও দুষ্কৃতিমূলক ভাবনার শিকার হয়েছে। পূর্ব আইন অনুযায়ী, কোনও নারীকে তাঁর পুরুষ সঙ্গী বা অজ্ঞাত শুক্রাণুদাতার নাম প্রকাশে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু নয়া নিয়মানুযায়ী এতে একটি আইনভিত্তি স্তর গঠিত হবে এবং সুরক্ষিত হবে মাতৃত্ব।।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুই ভাইকে বেঁধে, আর এক ছেলেকে প্রকাশ্যে শুট আউট!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এ যেন সিনেমার কোনও দৃশ্য! দিনের বেলা দুই ভাইকে পোলের সঙ্গে বেঁধে, আর এক ভাইকে বাড়ি থেকে ডেকে প্রকাশ্যে গুলি করল দুষ্কৃতীরা। ঝাঁঝরা করে দিল শরীরটা।

চাঁচল থানার জালালপুর গ্রামে এভাবেই খুনের অভিযোগ উঠেছে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ গেলে তাদেরকে ঘিরে চরম বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। মৃতদেহ গ্রামের রাস্তায় ফেলে রেখেই পুলিশের সামনে চলে তুমুল বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ এই শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার জালালপুর গ্রামে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাদের বাড়ির ছোট ছেলেকে মাথায় গুলি করার পর দেহের বিভিন্ন অংশেও গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। মৃত ওই যুবকের পরিবার হামলাকারী গফুর আলি, আহাদ শেখ, খাইরুল শেখ, শাহজাহান আলি সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সহিদুল আলি (৩০)। তিনি পেশায় মুয়াজ্জেম ছিলেন। সহিদুলরা ছিল ছয় ভাই। সে বাড়ির ছোট। পরিবারে তার স্ত্রী এবং এক নাবালক সন্তান রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জমির দখলদারিকে ঘিরে গোলমালের জেরেই এই শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার পর দুষ্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

মৃতের এক দাদা সামিউল শেখ জানিয়েছেন, তাদের একটি চার বিঘার জমি দখলদারিকে ঘিরে গফুর আলি ও তার দলবলের সঙ্গেই গোলমাল চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এই নিয়ে আদালতে মামলাও পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এদিন অভিযুক্তরা দলবল নিয়ে তাদের জমি দখল করতে আসে। সেই সময় তারা বাধা দিলে তাদের দুই ভাইকে জমির সামনে একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। তারপরেই ছোট ভাই সাইদুল আলিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার সময় কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ারে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা একবারের জন্য বাধা দিতে আসেননি। চোখের সামনে ভাইকে গুলি করে দেওয়ার পর দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। আর তারপরেই গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সহিদুল আলি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। ওই পরিবারটি কারও সঙ্গে কোনও রকম ঝামেলার মধ্যে ছিল না। ওদের একটি জমির দখলদারি নিয়েই মামলা চলছিল। এরপরই এদিন দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্যেই ওই পরিবারটির কয়েকজন সদস্যকে মারধর করে এবং সাইদুলকে গুলি করে খুন করেছে। এই ঘটনার পর পুলিশ এলাকায় এলে তাদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত ঘটনাকে ঘিরেই গোলমালে সূত্রপাত। তারপরই এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। ইতিমধ্যে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কিছু মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। সেই সময় বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি চালানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার হল এক দুষ্কৃতী। ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে শক্তিগড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম শেখ রবি, তার বাড়ি মেমারি থানার অন্তর্গত বাগিলা এলাকায়। তাকে মঙ্গলবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে শক্তিগড় থানার পুলিশ। পাশাপাশি অপর দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ২৫ অগস্ট শুক্রবার বেলা ১১টা ৩০মিনিটে জোতরাম এলাকায় একটি সোনার দোকানে ডাকাতি করতে এসে বাধার মুখে পড়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে এক দুষ্কৃতী গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রথমে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বর্ধমানের গোদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জখম সোনার দোকানের মালিকের নাম স্বদীপ দাস। অভিযোগ, দু'জন দুষ্কৃতী সোনার দোকানে লুঠ করার চেষ্টা করে রিভলভার দেখিয়ে। প্রথমে তারা ক্রেতা সেজে দোকানে ঢোকে, তারপর যখন সোনার অলংকার ছিনতাই করতে যায় দোকানের মালিক বাধা দিতে গেলে, গুলি চালায় দোকানের মালিকের পেটে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মালদার শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিজোরামে দুর্ঘটনা রেশ কাটতে না কাটতে এবার অসমে কাজ করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল মালদার এক শ্রমিকের। সদ্য বিয়ে হয়েছিল তাঁর। তারপরই রোজগারের আশায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় মালদার ফুলবাড়িয়া গ্রামে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। মৃতদেহ অসম থেকে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে মালদা জেলা প্রশাসন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম ছোট্টু মোমিন (২১)। তার বাড়ি ইংরেজবাজার থানার ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরপুর নওঘোরিয়া গ্রামে। ১৫ দিন আগে অসমে টাওয়ারের কাজের জন্য গিয়েছিল ছোট্টু মোমিন।

ইউনিয়ন ব্যাংক Union Bank
REGIONAL OFFICE, DURGAPUR, BENGAL AMBUJA, UCP-23, CITY CENTRE Durgapur, PIN -713216, TEL: 0343-2543922

সংশোধনী

আমাদের বিজ্ঞাপন ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে প্রকাশিত হয়েছিল বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং একদিন পত্রিকার **১১.০৮.২০২৩ তারিখ সংস্করণে ক্রম নং ২.** ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স আকবর আলি ফার্টিলাইজার, সংরক্ষিত মূল্য পড়তে হবে ৮,৬০,০০০.০০ টাকা এবং ইএমডি - ৮৬,০০০.০০ টাকা - সংরক্ষিত মূল্য ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা এবং ইএমডি- ৩,৮১, ১০০.০০** টাকার পরিবর্তে। অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী।

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এমসিবি লায়ন্স রেঞ্জ ব্রাঞ্চ
১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ইমেল : B00092@pnb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০৬.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী নরেশ প্রসাদ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,৬৫,৬৫০.৪২ টাকা (পনের লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এমসিবি লায়ন্স রেঞ্জ ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **১৫,৬৫,৬৫০.৪২ টাকা (পনের লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত -

সম্পত্তি ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ০৩ পরিমাণ ১০৮৮ বর্গফুট (কমবেশি) সুপারবিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত ৪র্থতলের সমুদয় অংশ (জি-৪) ভবনের ব্লকে পুর প্রেমিসেস নং ৬৭এ, প্রতাপাদিত্য রোড,থানা -টালিগঞ্জ,কলকাতা -৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ,হোল্ডিং নং ২৯ এবং ৩৫ কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ৮৮ অধীন, বরো- ৯, দলিল নং ১০৪৭৫ - ২০০৭ সালের **শ্রী নরেশ প্রসাদ** এর নামে এডিএসআর আলিপুর, ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৬৫, প্রতাপাদিত্য রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ৪০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : দাগ নং ৪০, প্রতাপাদিত্য রোড, পশ্চিমে : দাগ নং ৬৩/৬,প্রতাপাদিত্য রোড, সমন্বিত।

সম্পত্তি ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ০৩ পরিমাণ ১০৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত (জি-৪) তলা ভবনের ৪র্থ তলে সমুদয় অংশ পুর প্রেমিসেস নং ৬৭এ, প্রতাপাদিত্য রোড, থানা - টালিগঞ্জ,কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ, হোল্ডিং নং ২৯ এবং ৩৫, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৮৮ অধীন, বরো ৯, দলিল নং ১০৪৭৫ - ২০০৭ সালের **শ্রী নরেশ প্রসাদের নামে** সমুদয় সম্পত্তি এডিএসআর আলিপুর স্থিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৬৫, প্রতাপাদিত্য রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ৪০ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : দাগ নং ৪০, প্রতাপাদিত্য রোড, পশ্চিমে : দাগ নং ৬৩/৬, প্রতাপাদিত্য রোড সমন্বিত।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., এসআইএমএস হাউস
১ম তল, ১১৫ জিটি রোড, পরবীরহাটা, এসবিআই-এর বিপরীতে
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৩
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	শ্রী পিন্টু হালদার এ/সি নং ১৯৩০৬৭৫১০০০০০১৮৯	১) ২৪.০৫.২০২৩ ২) ২৫.০৮.২০২৩ ৩) **৭,৩৪,৫৫৩.৪৯ টাকা** (সাত লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন টাকা এবং ঊনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ ০৯.০২.২০২২ থেকে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ ডেসিমেল এবং ৪০০ বর্গফুটের ভাঙা বাড়ি আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৮৫০, এলআর খতিয়ান নং২৪২৩, পরবর্তী এলআর খতিয়ান নং ৩৩০৩ মৌজা- পাটুলি, জেএল নং ১৭, থানা- পূর্বস্থলী এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। সম্পত্তি পাটুলি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে** : চাঁদু দে'র ভবন, **দক্ষিণে** : গৌর হালদারের ভবন, **পূর্বে** : সড়ক এবং সন্ন্যাসী হালদার, **পশ্চিমে** : সুফল হালদারের ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩, স্থান : কাটোয়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

চন্দ্রযান-৩-এর মিশনে ছেলে, জানতে পারেননি মা

অরূপকে নিয়ে গর্বিত আরামবাগবাসী

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: অসাধ্য সাধন করেছে গ্রামের সেই ছেলেটাই, জানতেও পারেননি হুগলির আরামবাগবাসী। অথচ চন্দ্রযান-৩ এর বিক্রম ল্যান্ডারের চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল অবতরণ নিয়ে দেশের অন্যদের মতোই তাঁরাও আনন্দে মেতেছেন। অবশেষে যখন আরামবাগ জুড়ে চাউর হল ডহরকুণ্ডু গ্রামের অরূপকুমার হাইত ছিলেন চন্দ্রযান-৩ মিশনে, তখন সকলের আনন্দ আর দেখে কে? হুগলি জেলার আরামবাগের নাম অনেকে শুনলেও, ডহরকুণ্ডু গ্রাম ছিল লোকচক্ষুর আড়ালেই। এখন সেই প্রত্যন্ত গ্রামে একসময় বড় হওয়া অরূপকে নিয়েই স্থানীয় বাসিন্দাদের গর্বের শেষ নেই।

চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্যের কয়েকদিন পরে গ্রামের লোকজন জানতে পারেন অরূপ ছিলেন ওই মিশনে অন্যতম গ্রুপ ডিরেক্টর। মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হলেও তাঁর কীর্তির কথা বলেননি অরূপ। পরে জানাজানি হতেই গর্বে বুক ভরে যায় আরামবাগবাসীর। বৃদ্ধা মায়ের চোখেও অঝোরে ঝরে আনন্দ অশ্রু। জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন অরূপ। রাতের পর রাত পড়াশোনা করতেন। আরামবাগের বড়ডোঙ্গল রমানাথ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৮৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেন অরূপকুমার হাইত। এই বিষয়ে স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পরেশ দুলে বলেন, 'চন্দ্র অভিযান সফল করার নেপথ্যে আমাদের স্কুলের প্রাক্তনী আছে জেনে গর্ব বোধ করছি। আমাদের এই স্কুল থেকে বহু মেধাবী ছাত্র বিভিন্ন জায়গায় মাথা উঁচু করে কাজ করছে। ভারতের নাম উজ্জ্বল করছে।' অন্য দিকে ওই স্কুলের সিনিয়ার শিক্ষিকা টুলু ভৌমিক বলেন, 'অরূপ ১৯৮৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। আমি ১৯৮৫ সালে এই স্কুলে ভূগোলের শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দিই। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করায় তখন থেকেই অরূপ স্কুলের মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। সরাসরি আমি না পড়ালেও ওর জন্য আমাদের খুব গর্ববোধ হচ্ছে।' প্রবেশিকা পরীক্ষায় ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং দু'টোতেই সুযোগ পেলেও, দুর্গাপুর এনআইটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি-টেক করেন অরূপ। ১৯৯০ সালে বি-টেক সম্পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ২১ বছর বয়সে ইসরোয় চাকরি পান। ইসরোয় বছর চার চাকরি করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ ছুটি নিয়ে বেঙ্গালুরু আইআইটি থেকে এমটেক করে ফের ইসরোয় জয়েন করেন।

চন্দ্রযান ৩-এর 'ল্যান্ডিং'-এর সময় উচ্চতা নির্ণায়ক সেন্সর তৈরির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। গ্রুপ ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেন। মেধাবী ছেলে সম্পর্কে অরূপবাবুর মা গৌরীদেবী বলেন, 'ভালো লাগছে। তবে ওই সব বিষয়ে ছেলে কিছু বলেনি। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা ফোনে কথা হয়। ইসরোয় চাকরি করে জানি। টিভিতে চন্দ্রযান নামার দৃশ্যও দেখলাম। কিন্তু আমার ছেলে যে ওই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত, তা সে ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। পরে জেনেছি।' অন্য দিকে অরূপের বড়দা আশিস হাইত বলেন, 'ভাইয়ের জন্য গর্ব হচ্ছে।' তিনি অবশ্য প্রথম থেকেই জানতে পেরেছিলেন। মায়ের বয়স হয়েছে তাই বলেননি।

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

সার্কেল অফিস : পশ্চিম মেদিনীপুর
শহিদ ক্ষুদিরাম বোস রোড, বার্জ টাউন
মেদিনীপুর, পিন - ৭২১ ১০১, প.ব.
ফোন : ৯৭৩৩১ ০৩৫৫১/৯৯৩৮০ ০৯৯৬০/০৩২২২-২৬৩৮০৮
মেল আইডি : **cs8294@pnb.co.in**

ই-নিলাম তারিখ ১৬.০৯.২০২৩

পরিশিষ্ট - বি

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্ট নাম / ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের অ্যাকাউন্ট নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম সম্পত্তি(সমূহের) বন্ধকদাতাগণ	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/গঠনকৃত	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (লাখ টাকায় এবং ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ (লাখ টাকায়)	ই-নিলামের তারিখ/ সময় জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	বি.ও.- মেদিনীপুর (০৩৫০০০) ক) মেসার্স এগরা বাজার এলএলপি এ/সি নং ০৩৫০০০আইএস০০০০০১০৭ এবং ০৩৫০০০আইএল০০০০০০৮৭ মেসার্স এগরা বাজার এলএলপি **অংশীদারগণ : ১) শ্রী মতিকুল খান,** পিতা শ্রী হানিপ খান **২) শ্রীমতি সাকেরুন্নেসা বিবি,** স্বামী শ্রী মতিউল খান, ওয়ার্ড নং ৮, পুরুষোত্তমপুর, পো- এগরা, এগরা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের বিপরিতে, এগরা কাঁথি রোড, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪২৯ (প.ব.) **খ) মতিউল খান** **এ/সি নং ০৩৫০০০৯৩০০০২৩৭৪৮ এবং ০৩৫০০০এনজি০০৩৩৫৪১** **মতিউল খান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী হানিপ খান, শ্রীচন্দনপুর, পো-জেনাকপুর, থানা- মোহনপুর,জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪৩৫ (প.ব.), **সম্পত্তির আইডি - PUNBMIDEGRA**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক চারতলা ভবন "ফ্যাশন পার্ক" নামে জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা-পুরুষোত্তমপুর, থানা- এগরা, খতিয়ান নং এলআর ২১৯২, হালখতিয়ান নং ২১৯৩, ১২৪০, ৩০০/১, ৩৫৬/২, প্লট নং ৬১৭, জেএল নং ২৪, ওয়ার্ড নং ৮, এরিয়া ১১.৮৮৪ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ৬২৮৯-২০১০, ২৭১১-২০১২ এবং ১১২১ - ২০১৩ সালের, এগরা পুরসভা অধীন বিল্ট আপ এরিয়া ১৭১৮১.৮৮ বর্গ ফুট বাণিজ্যিক ভবন **শ্রী মতিউল খান,** পিতা শ্রী হানিপ খানের নামে **(ঋণগ্রহীতার এ/সি অংশীদার)। চৌহদ্দি** : উত্তরে : পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : পুর সড়ক, পূর্বে : প্রফুল্ল দাস এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : বাস অ্যাসোসিয়েশনের খালি জায়গা সমন্বিত।	ক) **১৬.০৬.২০২১** খ) **৫,৯৭,৬৫,০৭৫.৭৭ টাকা** (পাঁচ কোটি সাতানব্বই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচাত্তর টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) টাকা পরবর্তী সদু এবং অন্যান্য শুল্ক ০১.০৫.২০২১ থেকে পরিশোধ হওয়া পরিমাণ ব্যতীত, যদি কিছু থাকে। গ) **২৮.০৯.২০২১** ঘ) **প্রতীকী দখল।**	ক) ৩৩১.৯৭ লাখ টাকা খ) ৩৪.০০ লাখ টাকা গ) ০.৫০ লাখ টাকা	১৬.০৯.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়
২.	মেদিনীপুর (সোল. আইডি - ০৩৫০০০) মেসার্স হিরন্ময়ী কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি. মেসার্স হিরন্ময়ী কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.- এ/সি নং ০৬৭৪৯৮১১০০০০১৭ **ডিরেক্টরগণ : ১) তনুশ্রী ভুইঞা,২) সন্তোষ ভুইঞা, ৩) অশোক কুমার ভুইঞা** প্লট নং ১১৪৭, মৌজা - জলসোহারিয়া, পো- সোহারিয়া, থানা- ভোগারাই, তহশিল-জলেশ্বর, জেলা-বালাসোর (ওড়িশা) **হেড অফিস :** গ্রাম -কালিকাখালি, পো -মঠ চণ্ডীপুর, থানা- চণ্ডীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৫৯ (প.ব.)। **সম্পত্তির আইডি - PUNBMIDNAHIRANMO**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত কোল্ড স্টোরেজ জমি এবং ভবন অবস্থিত জেলা- বালাসোর, ওড়িশা, মৌজা- জলসোহারিয়া, থানা - ভোগারিয়া, খতিয়ান নং ১৪৬, চিহ্নিত খতিয়ান নং ৫৪৭/১২৯, প্লট নং ১১৪৭/২৬৮৯, উল্লেখ্য দলিল নং ১০০৬১২০২৪০২-২০১২ সালের পরিমাণ এরিয়া ৮৭ ডেসিমেল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল **জমি এবং ভবন মেসার্স হিরন্ময়ী কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি. এর নামে (ঋণগ্রহীতা) ও রফে মেসার্স শুভ্রকেশী গঙ্গাধর কোল্ড স্টোরেজ। ডিরেক্টরগণ : শ্রীমতি তনুশ্রী ভুইঞা (ডিরেক্টর),** স্বামী শ্রী অশোক কুমার ভুইঞা, **শ্রী সন্তোষ কুমার ভুইঞা** পিতা বরোদা কান্ত ভুইঞা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ১১৪৭ এর অবশিষ্ট অংশ জমি, দক্ষিণে : অ্যাপ্রোচ রোড,পূর্বে : রঞ্জন কুমার জেনার সম্পত্তি, পশ্চিমে : অ্যাপ্রোচ রোড সমন্বিত।	ক) **৩১.০১.২০১৩** খ) **৪,৪৮,১২,৩১৯.০০ টাকা** (চার কোটি আটচল্লিশ লাখ বারো হাজার তিনশো উনিশ টাকা) পরবর্তী সুদ অন্যান্য চার্জ ০১.০১.২০১৩ থেকে পরিশোধ হওয়া পরিমাণ ব্যতীত যদি কিছু থাকে। গ) **১৮.০৪.২০১৩** ঘ) **স্বত্ব দখলীকৃত**	ক) ১৬৫.৭১ লাখ টাকা খ) ১৬.৫৭ লাখ টাকা গ) ০.৫০ লাখ টাকা	১৬.০৯.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে' http://www.mstcecommerce.com/**।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে **(https:www.mstcauction.com)** পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট ১৫.০৯.২০২৩ তারিখে নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের **https://www.mstcecommerce.com** ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা কর্তৃক রেজিস্টার্ড অফিস ২২৫ সি, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ (যোগাযোগের ফোন নম্বর - ০৭৯৪১০৭২৪১২/৪১১/৪১৩ বা ১৮০০-১০৩-৫৩৪২)। আগ্রহী ডাকদাতা/ ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।**
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত **i.https://www.ibapi.in ii.https://eprocure.gov.in/epublish/app iii. https://www.mstcecommerce.com iv. www.pnbindia.in** সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয়, IBAPI পোর্টাল থেকে **(https://www.ibapi.in)**।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে **(https:www.mstcauction.com)** নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং বিডের পরিমাণের ন্যূনতম বৃদ্ধি অবশ্যই উপরে উল্লিখিত ক্রমানুসারে শেষ উচ্চতর বিড পর্যন্ত হতে হবে। দরদাতা পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের দশ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর না দেয় তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম ও শর্তাবলী সঠিকভাবে পড়া, ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে ম্যানুয়ালকে সাহায্য করা ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়িত্ব এবং তাদের কঠোরভাবে অনুসরণ করুন। (ক) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর **(https:http:www.mstcecommerce.com)** অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ই-নিলাম পোর্টাল।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারীকে এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে জানানো হবে। মোবাইল নম্বর/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানা/ পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)
১২. সুরক্ষিত সম্পদ রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম ইএমডি পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে ব্যাঙ্কারের চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে নিলামের তারিখ ক্ষ্মঅথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা। এ/সি (অ্যাকাউন্টের নাম) টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে প্রদেয় উপরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাঙ্কে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসারের সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতার বাজেয়াপ্ত পরিমাণের উপর কোনও দাবি থাকবে না এবং সম্পত্তি.
১৪. ব্যাঙ্কে সফল দরদাতার দ্বারা বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১ এর ধারা ১৯৪-১ঙ এর অধীনে টিডিএস সাপেক্ষে এবং টিডিএস করতে হবে সফল দরদাতার দ্বারা শুধুমাত্র বিডের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময়/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন সময় নিলাম এবং এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৬. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৭. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে 'যেখানে আছে তেমন আছে' এবং 'যেমন আছে তাই আছে' এবং 'যা আছে ভিত্তি আছে'
১৮. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু অনুমোদিত অফিসার তার ঘোষণাপত্রে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতির জন্য দায়ী থাকবেন না।
১৯. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা পরিদর্শন বিশদ বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি।
২০. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ পাওনা/অ্যাটেনডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২১. ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২২. দরদাতাকে যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতার কারণে ব্যাঙ্ক কোনও ব্যাঘাতের জন্য দায়ী থাকবে না বা প্রযুক্তিগত কারণ বা কারণ/অপ্রত্যাশিত ই-নিলামকে প্রভাবিত করে।
২৩. একজন প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য উন্মুক্ত। বিক্রয়ের বিশদ মেয়াদ ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে পড়ুন **https//www.ibapi.in, https//eprocure.gov.in/epublish/app, http//www.mstcecommerce.com/, www.pnbindia.in**
২৪. সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয় করা হবে।
২৫. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে 'যেখানে আছে সেইরকম' এবং 'যা আছে তার ভিত্তিতে'
২৬. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু এই ঘোষণায় কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি করতে পারবে না।
২৭. ১৬.০৯.২০২৩ @ সকাল ১১টায় ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com**-এ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
২৮. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https//eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন।

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৩
স্থান : পশ্চিম মেদিনীপুর

পঞ্চানন সাহু, অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
কলকাতা সল্টলেক শাখা
এএ-৪৭, সেক্টর - ১, পিএনবি মোড়ের নিকট, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৬৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮.০৪.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী প্রতাপ দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র দাস, ৫ম তল, ফ্ল্যাট-৪এ, ৩১৯/১৬, যশোর রোড, দক্ষিণ দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রীমতি শ্রাবণী দাস (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী প্রতাপ দাস, ৫ম তল, ফ্ল্যাট-৪এ, ৩১৯/১৬, যশোর রোড, দক্ষিণ দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৪,৪৮,৯৫০.৬৫ টাকা (চোদ্দ লাখ আটচল্লিশ হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা এবং পঁষয়ট্টি পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৫ আগস্ট, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১৪,৪৮,৯৫০.৬৫ টাকা (চোদ্দ লাখ আটচল্লিশ হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা এবং পঁষয়ট্টি পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ৪এ, ৯১৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া এবং ১১৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, কমবেশি পঞ্চমতলে ব্লক -১৫ নবনির্মিত কমপ্লেক্স "মার্লিন উত্তরা" প্রেমিসেস নং ৯৪/৬কে, জি টি রোড, কোতরং,পো হিন্দমোটর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি-৭১২২৩৩, সংশ্লিষ্ট অবিভাক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের পরিষেবা ও সুবিধার ব্যবহারের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি শ্রীমতি শ্রাবণী দাস এবং শ্রী প্রতাপ দাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :

উত্তরে : কোন্নগর স্টেশন রোড — দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৯৫কে এবং ৯৯কে, জি টি রোড
পূর্বে : জি টি রোড — পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৯৪/৬কে, জি টি রোড সমন্বিত
(উক্ত সম্পত্তি ওসিসি এবং ডব্লুসিটিএল-জিইসিএল সুবিধা প্রদত্ত মঞ্জুরিকৃত মেসার্স পরীক্ষিৎ কার্ড বোর্ড এর অনুকূলের জন্য দায়বদ্ধ)

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৮.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
কলকাতা সল্টলেক শাখা
এএ-৪৭, সেক্টর - ১, পিএনবি মোড়ের নিকট, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৬৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০১.০২.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স পরীক্ষিত কার্ড বোর্ড (ঋণগ্রহীতা)** *অংশীদারগণ : শ্রী প্রতাপ দাস এবং শ্রীমতি শ্রাবণী দাস, ৫৪৮, ক্যাল যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও ২৫১, নগেন্দ্র নাথ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ* **২) শ্রী প্রতাপ দাস (অংশীদার তথা জামিনদাতা),** পিতা প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র দাস, ৪এ, ৫ম তল, ৩১৯/১৬, যশোর রোড, দক্ষিণ দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, **৩) শ্রীমতি শ্রাবণী দাস (অংশীদার তথা জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী প্রতাপ দাস, ৪এ, ৫ম তল, ৩১৯/১৬, যশোর রোড, দক্ষিণ দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৯৫,০৪,২৯৬.৯০ টাকা (পঁচানব্বই লাখ চার হাজার দুশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/জামিনদারগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৫ আগস্ট, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/অংশীদারগণ/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৯৫,০৪,২৯৬.৯০ টাকা (পঁচানব্বই লাখ চার হাজার দুশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ৪এ, ৯১৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া এবং ১১৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি পঞ্চমতলে, ব্লক -১৫ নতুন নির্মিত কমপ্লেক্স **"মার্লিন উত্তরা",** প্রেমিসেস নং ৯৪/৬কে, জি টি রোড, কোতরং, পো-হিন্দমোটর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি-৭১২২৩৩,সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা পরিষেবা ইত্যাদির ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। চৌহদ্দি সম্পত্তির:
উত্তরে : কোন্নগর স্টেশন রোড — দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৯৫কে এবং ৯৯কে, জি টি রোড
পূর্বে : জি টি রোড — পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৯৪/৬কে, জি টি রোড সমন্বিত
(উক্ত সম্পত্তি অতিরিক্তভাবে ঋণসুবিধার জন্য বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ (কেভিবি স্মার্ট হোম লোন) গৃহীত ১) শ্রী প্রতাপ দাস এবং ২) শ্রাবণী দাস কর্তৃক)

২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং ১-এ) ৫ম তলে, উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৪৫৮ বর্গ ফুট আনুমানিক,চার বেড রুম, একটি ক্ষুদ্র ঘর, পাঁচ টয়লেট, দুই ব্যালকনি, এক ড্রইং রুম এবং এক ডাইনিং প্লেস, একটি খোলা কিচেন অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৩, ক্ষুদিরাম কলোনি, প্লট নং ই/পি নং ১৬ এবং ১৬এ, এস/পি -৬৫ এবং ৬৫/১, মৌজা -শ্যামনগর (সাবেক কৃষ্ণপুর)আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৫১৮, ৪৪৪, দাগ নং ১/২১১০, ২১১১, জেএল নং ১৭, ওয়ার্ড নং ২১, থানা -দম দম,জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি শ্রীমতি শ্রাবণী দাস এবং শ্রী প্রতাপ দাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : কলোনি রোড — পূর্বে : ই পি ১৫,
দক্ষিণে : রাজা দেবেন্দ্র কলোনি — পশ্চিমে : ই পি ১৭ সমন্বিত

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৮.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠনকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ খানাকুল

পুলিশের গাড়িতে আগুন ও প্রধানকে অপহরণের অভিযোগ, তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারও পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠনকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল হুগলি জেলার খানাকুল। তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষে পঞ্চায়েত চত্বর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়।

এদিন পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতি গঠনের দিন ছিল। সকাল থেকেই এলাকায় পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ছিল। সকাল এগারোটার পর থেকে পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় নারী ও পুরুষের জমায়েত বাড়তে থাকে। পঞ্চায়েতের ভিতরে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, পঞ্চায়েতের ভিতর দু'পক্ষের হাতাহাতি শুরু হলে বাইরেও সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভিতরে চেয়ার ভাঙাভাঙি শুরু হয়। অফিসের ভিতর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনের ধোঁয়া জানলা দিয়ে বের হতে শুরু করলে বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে তৃণমূল-বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় বলে দাবি।

পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও বোতল বোমা ছোড়া শুরু হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ৮ জন পুলিশ কর্মী সহ অফিসার জখম হন। পরিস্থিতি সামলাতে নামেন স্বয়ং হুগলি গ্রামীণ এসপি, আরামবাগের এসডিপিও ও মহকুমার বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিসাররা। গুরুতর জখম দু'জনকে আরামবাগের বেসরকারি একটি হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। পুলিশের নিরাপত্তা সত্ত্বেও দুষ্কৃতীরা কীভাবে এলাকায় ঢুকে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি স্বপন নন্দী দাবি করেন, 'বিজেপি পঞ্চায়েত অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের গায়ে হাত তুলেছে। আমাদের প্রধান ও উপপ্রধানকে ওরা অপহরণ করেছে। এই নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে আরামবাগ এসডিও অফিসের সামনে আমরা ধরনায় বসেছি। দোষীদের অবিলম্বে ধরে শাস্তি দিতে হবে।' আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ দাবি করেন, 'তৃণমূল বিজেপি কর্মীদের ভিতর কিছু অসাধু লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। বিজেপির ওপর দোষ চাপানোর জন্য তৃণমূল পরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশের ওপর আক্রমণ ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিন্দাজনক। ভিডিও ফুটেজ দেখে পুলিশ দোষীদের চিহ্নিত করুক। আমাদের পঞ্চায়েত প্রধানকে ওরাই আগে অপহরণ করেছিল। এখন আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।' হুগলি জেলার গ্রামীণ এসপি আমোন দীপ বলেন, 'পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। আমাদের বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিষ্ণুপুরের দশাবতার শিল্প রাখিতে ফুটিয়ে চমক শিল্পার

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: রাত পোহালেই রাখিবন্ধন উৎসব। সেই উৎসবে বড় চমক দিলেন বিষ্ণুপুরের চকবাজারের শিল্পী শিল্পা সূত্রধর। বিষ্ণুপুরের মল্ল আমলের প্রাচীন দশাবতার তাস এই শিল্পকে এবার রাখির মধ্যে ফুটিয়ে তুলে বড় চমক দিলেন শিল্পা। তাঁর এই অভিনব ভাবনার মধ্যে একদিকে এই প্রাচীন শিল্পকে নতুন ভাবে জিইয়ে রাখার সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের পথও খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে।

মল্লরাজাদের প্রাচীন ভূমি বিষ্ণুপুর। এই বিষ্ণুপুরের মাটিতে

মল্লরাজ আমল থেকেই জন্ম নিয়েছে একের পর এক হস্তশিল্প। তার মধ্যেই অন্যতম প্রাচীন শিল্প দশাবতার তাস। ইতিহাস বলে মল্লরাজা বীর হাম্বিরের সময় দশাবতার তাস শিল্পের আবির্ভাব হয় বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারের শিল্পীর হাতে আঁকা বিষ্ণুর দশ অবতার রূপ পায় এই শিল্পে। শিল্পীদের হাতে বিশেষ ভাবে তৈরি এই দশাবতার তাস পৌঁছে যেত মল্লরাজ দরবারে। দরবারে চলত এই দশাবতার তাসের খেলার আসর। এইভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস। কিন্তু কালের নিয়মে আজ রাজাও নেই বিলুপ হয়েছে এই খেলার ছল।

তবে আজ আর খেলা না হলেও শিল্পীদের হাত ধরে কোনওক্রমে টিকে আছে এই শিল্প। অভিনব ভাবনায় দশাবতার শিল্পকে নতুন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন শিল্পীরা। এবার রাখির মধ্যে ফুটে উঠল বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত দশাবতার শিল্প। বিষ্ণুপুরের চকবাজারের শিল্পী শিল্পা সূত্রধরের অভিনব ভাবনায় রাখির মধ্যে স্থান পেল বিষ্ণুপুরের প্রাচীন শিল্প। রঙ ও তুলির টানে বিষ্ণুপুর দশ অবতার রূপ পেয়েছে রাখির উপরে। তার উদ্দেশ্য শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা। তাঁর ইচ্ছে অভিনব ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এই শিল্প। আর এইভাবেই তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চান বিষ্ণুপুরের প্রাচীন শিল্পকে। অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে নিজের উপার্জনের রাস্তায় খুঁজে নিতে চান শিল্পী শিল্পা। তাঁর আশা, রাখিতে এই চমক নজর কাড়বে সকলের। এলাকাবাসীও শিল্পার অভিনব ভাবনায় বিষ্ণুপুরের প্রাচীন শিল্পের প্রচার বাড়বে বলেই মনে করছেন।

চাষির ঘরের মেয়ে বিডিও, রোকাইয়া সুলতানার জন্য গর্বিত মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দৌলতাবাদ: আর্থিক অনটনকে দূর করে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করেই ডব্লিউবিসিএস একজিকিউটিভে সফল হয়ে চমক দিলেন মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের মেয়ে রোকাইয়া সুলতানা। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে বিডিও পদে বসতে চলেছেন তিনি। সম্প্রতি প্রকাশিত ডব্লিউবিসিএসের ফলাফলে জেনারেল ক্যাটাগরিতে ২৭তম স্থান অধিকার করেছেন রোকাইয়া সুলতানা। গ্রামের মেয়ের এহেন সাফল্যে গর্বিত দৌলতাবাদের বাসিন্দারা। সোমবার এলাকার মুখ উজ্জ্বলকারী রোকাইয়া সুলতানাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন দৌলতাবাদ থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের রুহিয়া গ্রামের রুহুল হোসেন ও আরজুমা খাতুনের মেয়ে রোকাইয়া সুলতানা। বাবা পেশায় একজন চাষি। মা পার্শ্বশিক্ষিকা। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে রোকাইয়া সুলতানা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পঞ্চম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বহরমপুরে মহারানি কাশিশ্বরী গালর্স হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তারপরেই বহরমপুর কে এন কলেজ থেকে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে স্নাতক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

পড়াশোনা সম্পন্ন করেই শুরু হয় ডব্লিউবিসিএসের প্রস্তুতি। প্রথমে পাঁচ মাস বহরমপুরের একটি কোচিং সেন্টারে প্রস্তুতি নিলেও, কোভিডের কারণে সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুরু বাড়িতেই পড়াশোনা। এরই মধ্যে বিয়েও হয় রোকাইয়া সুলতানার। কিন্তু চলতে থাকে ডব্লিউবিসিএসের প্রস্তুতি। প্রথম বছর কৃতকার্য হতে না পারলেও, হতাশ হননি। ফের জোর প্রস্তুতি নিয়ে ২০২১ সালে ডব্লিউবিসিএস দেন তিনি। তাতেই প্রিলি উত্তীর্ণ হন রোকাইয়া। তারপরই মেন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার সাফল্য আসে ২০২৩ সালে। চাষির ঘরের মেয়ে রোকাইয়া সুলতানার সাফল্য জানাজানি হতেই এলাকায় কার্যত আনন্দের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। আনন্দে চোখে জল পরিবারের সদস্যদের। খুব দ্রুত ট্রেনিং সম্পন্ন করে বিডিও পদে বসতে চলেছেন রোকাইয়া সুলতানা। রোকাইয়া সুলতানার সাফল্যে গর্বিত মুর্শিদাবাদ।

রোকাইয়া বলেন, 'আত্মবিশ্বাস আর কঠোর পরিশ্রম করলেই সাফল্য হাতের মুঠোয় আসবে। সরকারি চেয়ারে বসে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ায় আমার লক্ষ্য।' হতদরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা রোকাইয়া পথ দেখাচ্ছেন দৌলতাবাদবাসী।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩১.০১.২০২৩ তারিখে এবং একইসাথে দুটি পত্রিকা নাম দি বিজনেস স্যান্ডার্ড ইংলিশ সংস্করণ এবং একদিন বাংলা সংস্করণে প্রকাশিত ২৭.০৪.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অন্বেষা ইনফ্রাটেক এবং রিসার্চ প্রাইভেট লিমিটেড,** উত্থান ফেজ - ২, বিএল-এ, ফ্ল্যাট নং ৫০২, ৬ষ্ঠ তল, চিনারপার্ক, তেঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১৫৭, এবং **এর ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ ১) শ্রী দেবব্রত অরুণ কুমার ঘোষ,** পিতা শ্রী অরুণ কুমার ঘোষ সাকিন উত্থান - ২, ফ্ল্যাট - ৫০২, নিউ টাউন, এনপিজি হোটেলের পিছনে, বাগুইআটি, হাতিয়ারা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৭, **২) শ্রী সৌমিত্র সামন্ত,** পিতা শ্রী দিলীপ সামন্ত সাকিন দেরিয়াপুর, রায়না - ১, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১২৪ **৩) শ্রী আনন্দ প্রকাশ সিং,** পিতা শ্রী গঙ্গা সিং সাকিন আরএমসিএইচ-এর নিকট, এ-৯০৩, বসুন্ধরা গার্ডেনস, হরিহর সিং রোড, মোরাদাবাদি, বারিআটু, ঝাড়খন্ড - ৮৩৪০০৯- কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯৩,৮২,৩৫৭.০০ টাকা (তিরানব্বই লাখ বিরাশি হাজার তিনশো সাতান্ন টাকা) টাকা ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ০১.০২.২০২৩ থেকে তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাগণ এবং ডিরেক্টরগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাগণ এবং ডিরেক্টরগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/ডিরেক্টরগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৯৩,৮২,৩৫৭.০০ টাকা (তিরানব্বই লাখ বিরাশি হাজার তিনশো সাতান্ন টাকা) টাকা ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ০১.০২.২০২৩ থেকে তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ফ্ল্যাট নং ৫০২, ৬ষ্ঠ তল, ব্লক -এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৬০ বর্গ ফুট এবং ৩ বেড রুম, ১কিচেন, ১ লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, ২ টয়লেট, ২ ব্যালকনি এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ১১ এক তলায় ব্লক -এ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২০ বর্গ ফুট কমবেশি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবার ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত হোল্ডিং নং এএস/২৫২/বিএল-কেসি/১০-১১, এএস/২৫১/ বিএল-কেসি/১০-১১ এবং এএস/২৫৩/বিএল-কেসি/১০-১১, কৈখালি, চিনার পার্ক, থানা -রাজারহাট, বর্তমানে এয়ারপোর্ট, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০ অধীন, জেএল নং ৫, আরএস নং - ১১৫, তৌজি নং ১৭২, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৭ , উন্থান -২ নামে পরিচিত, চৌহদ্দি : উত্তরে : আর এস দাগ নং ৬২০, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং আরএস দাগ ৬৩৭ (অংশ) , পূর্বে : আরএস দাগ নং ৬২৬ (অংশ), ৬৩২ (অংশ), ৬৩১(অংশ), পশ্চিমে : আরএস দাগ ৬৩৩ (অংশ) সমন্বিত।

(হস্তান্তর দলিল নং ০২৯৯৮-২০১৩ সালের দেবব্রত অরুণ কুমার ঘোষের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বিধাননগর তারিখ ০৭.১০.২০১৩ এবং বিভাজিত শংসাপত্র রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা কর্তৃক প্রদত্ত নং ৭২৬৭১ তাং ০৭.০৩.২০১৪)

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৫.০৮.২০২৩
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র : হুগলী
২৩এ, রাই এম. সি. লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোস্ট- শ্রীরামপুর, হুগলী (পঃবঃ), পিন-৭১২২০১, ইমেল আইডি- cs8240@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) এবং ৯(১) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার দখল (প্রতিটি সম্পত্তির বিরুদ্ধে উল্লিখিত বাস্তবিক/ গঠনমূলক) নিয়েছেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" **এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত মত।

বিক্রয় সংগঠিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ওয়েব পোর্টালের (**https://www.ibapi.in**) ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে দরপত্র দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
১.	ক) সিঙ্গুর শাখা খ) মেসার্স দক্ষিণেশ্বরী স্টিল ফার্নিচার স্বত্বাধিকারী : স্বরূপ কুমার ঘোষ গ্রাম- বালিয়া দক্ষিণপাড়া, পোস্ট ভিরাখন্ড, থানা- হরিপাল, হুগলী, পিন ৭১২৪০৫ গ) শ্রী স্বরূপ কুমার ঘোষ গ্রাম- বালিয়া দক্ষিণপাড়া, পোস্ট ভিরাখন্ড, থানা- হরিপাল, হুগলী, পিন ৭১২৪০৫	বালিয়া মৌজার অধীনে, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ৫২৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৬, এলআর দাগ নং ২৩১৬, নারায়ণপুর বাহিরখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পোস্ট- বাহিরখণ্ড, থানা- হুগলী, পিন ৭১২৪০৫ এ অবস্থিত (৫+৫) ডেসিমেল = ১০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৬.০৫ কাঠা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি স্বরূপ কুমার ঘোষের নামে আছে।**	ক) ২৩.০৭.২০১৫ খ) ৩৮,৭৯,৫৪৫.৫৮ টাকা ৩০.০৬.২০১৫ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ২৪.০৩.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৭.৮৪ লক্ষ টাকা খ) ২.৭৯ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২.	ক) শ্রীরামপুর শাখা খ) শ্রী দেবাশিস মুখার্জি পিতা- প্রয়াত গতি নারায়ণ মুখার্জি সুখরিয়া, পোস্ট সামরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩ গ) শ্রীমতী পৌশালি মুখার্জী স্বামী- শ্রী দেবাশিস মুখার্জি, সুখরিয়া, পোস্ট সামরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩	**দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের নামে** থাকা একটি দোতলা ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সোমরা নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা সুখরিয়া, পোস্ট-সোমরা, থানা-বলাগড়, জেলা-হুগলী পিন ৭১২১২৩, আরএস খাতিয়ান নং ৮৯,আরএস দাগ নং ৯৩,মিউটেশনের পর এলআর খতিয়ান নং ২৬৩/১, এলআর দাগ নং ১০৯,জেএল নং -৯৬, এলাকা- ১.৮৯ কাঠা (৩.১২ ডেসিমেল) কমবেশি, জমি, শ্রেণী- বাস্তু, এডিএসআর -চুঁচুড়া এ ১৯৯২ সালের দলিল নং- আই-১৪৬৬।	ক) ০৮.১১.২০১৭ খ) ৮,২৯,৭৪৬.০০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। খ) ২৩.১২.২০২০ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৯.০০ লক্ষ টাকা খ) ০.৯০ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৩.	ক) উত্তরপাড়া শাখা (ই-ওবিসি) খ) শ্রী দেবু পদ ঘোষ মনোহরপুর, উত্তর সুভাষপল্লী, ডানকুনি, জেলা , হুগলী, পিন-৭১২ ৩১১। গ) শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ মনোহরপুর, উত্তর সুভাষপল্লী, ডানকুনি, জেলা , হুগলী, পিন - ৭১২ ৩১১।	"আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট" নামের একটি বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১০৫-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ৭৯৫ বর্গফুট (আচ্ছাদিত এলাকা ৬৬২.৫ বর্গফুট), মনোহরপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ৬৫৯ এবং ৬৫০, এলআর দাগ নং. ১৩৬৯ এবং ১৩৭০ ডানকুনি পৌরসভার পরিধির মধ্যে, পোস্ট ও থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলী। সম্পত্তিটি এডিএসআর জনাই -এর অফিসে নিবন্ধিত, বই নং আই, ভলিউম নং ০৬০৬-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ১৬১৪৭৪ থেকে ১৬১৫০৯ পর্যন্ত ২০১৯ সালের বিয়িং নং ০৬০৮০৬৮২১ পর্যন্ত। **সম্পত্তিটি দলিল অনুসারে শ্রী দেবু পদ ঘোষের নামে আছে,** পিতা- শ্রী শঙ্কর নাথ ঘোষ, **সম্পত্তিটি পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ফ্ল্যাট নং ১০৬, দক্ষিণ - খোলা আকাশ, পূর্ব - খোলা আকাশ, পশ্চিম - খোলা আকাশ দ্বারা।	ক) ০৬.০১.২০২৩ খ) ১৫,৬৬,৭৮৪.৭৯ টাকা সহ ২৯.০৭.২০২২ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর অতিরিক্ত সুদ। খ) ১৪.০৩.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২১.৪৬ লক্ষ টাকা খ) ২.১৫ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৪.	ক) উত্তরপাড়া শাখা (ই-ইউবিআই) খ) মেসার্স হাজরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুমিত হাজরা, ফ্যাক্টরি: লক্ষ্মণপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট, পোস্ট- লক্ষ্মণপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৪। গ) ১. শ্রী সুমিত হাজরা, মেসার্স হাজরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস -এর স্বত্বাধিকারী ফ্যাক্টরি: লক্ষ্মণপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট, পোস্ট-লক্ষ্মণপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৪। ২. শ্রীমতী মিঠু হাজরা (জামিনদার), স্বামী- শ্রী সুমিত হাজরা, উত্তর বাল্টিকুরি, খালধার পাড়া, (বালটিকুড়ি খালধার পাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে), হাওড়া, পিন- ৭১১১১৩।	কারখানার জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং লেবারস কোয়ার্টার এবং ৩৩ শতক পরিমাপের তিনটি কারখানার শেড সহ দোতলা বিল্ডিং, মৌজা-পাকুরিয়া, জেএল নং-৫৪, দাগ নং ৫৭, খতিয়ান নং- ৩৩৩, লক্ষ্মণপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পোস্ট- লক্ষ্মণপুর, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১১৪। এডিএসআর ডোমজুড় -এর অফিসে নিবন্ধিত, ২০০৬ সালের দলিল নং আই-৪৫৯৯, তারিখ ১০.১১.২০০৬ -এর মাধ্যমে **শ্রী সুমিত হাজরা,** পিতা- শ্রী নিশীথ কুমার হাজরার **নামে আছে সম্পত্তিটি।**	ক) ০২.১২.২০২১ খ) ১,৩৬,০১,৬৮০.৩২ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ১৭.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১২৮.২১ লক্ষ টাকা খ) ১২.৮৩ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৫.	ক) কামারপুকুর শাখা খ) মেসার্স মা জগৎগৌরী রাইস মিল প্রাঃ লিঃ গ্রাম - জোরকা, পোস্ট - বৈতাল, থানা - জয়পুর জেলা- বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১৩৮। গ) ১. শ্রী আশিস দত্ত ডিরেক্টর - মেসার্স মা জগৎগৌরী রাইস মিল প্রাঃ লিঃ গ্রাম - ডঙ্গোলান, থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ২০৫। ২. শ্রী নীলোৎপল দত্ত (মা জগতগৌরি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এর ডিরেক্টর -তথা- জামিনদার) গ্রাম - ডঙ্গোলান, থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ২০৫।	**সম্পত্তি ১ :** জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মৌজা- বাগুয়াপাড়া, গ্রাম- জোড়কা, জেলা বাঁকুড়া, মৌজা-বাগুয়াপাড়া, জেলা , বাঁকুড়া এ অবস্থিত রাইস মিলের প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের হাইপোথেকেশন, ২০০৯ সালের দলিল নং আই-০২১৬৭, জে.এল. নং ১২৯, সাবেক খতিয়ান নং ৩১০, এলআর ও আরএস দাগ নং ৩৩, এলাকা ৫.২৯ বিঘা, হাল খতিয়ান নং ১৮১/১। **স্বত্বাধিকারী- মেসার্স মা জগৎগৌরী রাইস মিল প্রাঃ লিঃ।** **সম্পত্তি ২ :** বাগুয়াপাড়া মৌজার অধীনে ২.৭২ বিঘা পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ১২৯, এলআর ও আরএস দাগ নং ৩৩ এবং ২০০৯ সালের দলিল নং আই-০২৯১৪, জোর্কা গ্রামে অবস্থিত, পোস্ট - বৈতাল, থানা - জয়পুর, জেলা , বাঁকুড়া, উত্তরবার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে **আশিস দত্ত (ডিরেক্টর তথা জামিনদার) -এর নামে।**	ক) ০৩.০৭.২০১৩ খ) ৯,২৫,০৯,৯৩৯.৯৩ টাকা ০২.০৭.২০১৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৭.০৮.২০১৮ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৩৮১.০০ লক্ষ টাকা খ) ৩৮.১০ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৬.	ক) কাননাদী শাখা খ) শ্রীমতী ঝর্ণা মান্না ও গ্রাম- সালালপুর, পোস্ট- কাননাদী, থানা ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী গ) শ্রী বিশ্বজিৎ মান্না গ্রাম- সালালপুর, পোস্ট- কাননাদী, থানা ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী	তথায় থাকা কাঠামো সহ ৮ শতক (কমবেশি) পরিমাপের বাস্তু জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ২৩, এলআর খতিয়ান নং ২৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯, এলআর প্লট নং ৫৩১ এবং আরএস প্লট নং ৩৯,সালালপুর মৌজায় অবস্থিত। পোস্ট কাননদী, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা হুগলী। এডিএসআর ধনিয়াখালী অফিসে নিবন্ধিত, বই নং ১, ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১৪৫ থেকে ১৫০ থেকে। ২০০৩ সালের দলিল নং আই-৭৭০, **সম্পত্তির মালিক শ্রীমতী ঝর্ণা মান্না,** স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ মান্না।	ক) ৩১.১০.২০১২ খ) ২,৭৪,৮৬৭.০০ টাকা ৩১.১০.২০১২ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ১৯.০২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৬.৭৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৮ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৭.	ক) শ্রীরামপুর শাখা খ) মেসার্স কে পি ড্রাগস, স্বত্বাধিকারী- শ্রী তপন কুমার বৈদ্য ৪২/১/১১, ঋষি বঙ্কিম সরণি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২০৩। গ) শ্রী তপন কুমার বৈদ্য ৪২/১/১১, ঋষি বঙ্কিম সরণি, থানা- - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২০৩।	১৬৪ বর্গফুট পরিমাপের দোকান রুম নং জি১২ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। শ্রীরামপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের অধীনে ঋষি বঙ্কিম সরণিতে, হোল্ডিং নং ৪২/১/১১-এ অবস্থিত, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী। সম্পত্তিটি ২০১৩ সালের দলিল নং আই-২০৪৫ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটির স্বত্বাধিকারী শ্রী তপন কুমার বৈদ্য।**	ক) ১০.০১.২০১০ খ) ১২,৮৭,৩০২.৫০ টাকা ৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ২৯.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৮.৯৩ লক্ষ টাকা খ) ০.৯০ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৮.	ক) সোমরা শাখা খ) মেসার্স কালীমাতা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী বন্দনা চক্রবর্তী গ্রাম ও পোস্ট- সোমরা, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পঃবঃ- ৭১২১২৩। গ) জামিনদারগণ : ১. শ্রী অসিত চক্রবর্তী ২. শ্রী দীপক চক্রবর্তী (জামিনদার) প্রত্যেকের ঠিকানা: গ্রাম ও পোস্ট- সোমরা, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পঃবঃ- ৭১২১২৩।	ইট নির্মিত দুই তলা আবাসিক ভবন সহ প্রায় ০.০৬ একর যা কমবেশি ৩ কাঠা ১০ ছটাক এবং ৩.৬ বর্গফুট সমতুল্য বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সোমরা-তে অবস্থিত, জেএল নং ৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং ২৯০, এল.আর. খতিয়ান নং. ৭১, আর.এস. দাগ নং ৪৫১, এল.আর. দাগ নং ৫১২, হাল খতিয়ান নং ৪৬/১ এবং হাল দাগ নং ৫১২, হোল্ডিং নং এ-৬৯, থানা- বলাগড়, পোস্ট- সোমরা, সোমরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে অধীনে, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩। এডিএসআর, ডিএসআর - ১, হুগলীতে নিবন্ধিত। দলিল নং ২০১৫ সালের ০৬০৩০৪৩৪০ বুক-আই, ভলিউম নং- ০৬০৩-২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৯৪৮০ থেকে ৩৯৪৯৯ পর্যন্ত এ রেকর্ড করা হয়েছে। অসিত চক্রবর্তী পিতা- প্রয়াত রমেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর নামে সম্পত্তি। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- সাধারণ পথের দ্বারা, দক্ষিণে- পূর্ব রেলওয়ের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- দীপক চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- পূর্ব রেলওয়ের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২৬.০৭.২০২১ খ) ৫৯,০০,৩৪৬.৬৭ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ০৬.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৬.৬৪ লক্ষ টাকা খ) ৩.৬৭ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৯.	ক) মগরা শাখা খ) মেসার্স নিওগি এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- শ্রী পুষ্পেন্দু নিওগি ডিগসুই, থানা - মগরা, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ গ) শ্রী পুষ্পেন্দু নিওগি ২. শ্রী শুভেন্দু নিওগি (জামিনদার) প্রত্যেকের ঠিকানা : ডিগসুই, থানা মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮	দোতলা কাঠামো সহ বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- ডিগসুই, জেএল নং-১২, আরএস দাগ এবং এলআর দাগ নং ২৯০১ এবং ২৯৪৯, ডিগসুইয় হয়েরা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে এলআর খতিয়ান নম্বর - ১৫৯১ এবং ১৮০৪-এ অবস্থিত জমির পরিমাপ ৮.৫ শতক, জেলা হুগলী, ডিএসআর-১ হুগলী -এর অফিসে নিবন্ধিত, ডিড নং আই- ০৪৫৩৮ সাল ২০১৪, বুক নং ১. সিডি ভলিউম নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ১০৪০ থেকে ১০৫৯ পর্যন্ত। **সম্পত্তিটি শ্রী পুষ্পেন্দু নিয়োগী এবং শ্রী শুভেন্দু নিয়োগীর নামে আছে।**	ক) ১৯.০৯.২০২০ খ) ৮,২৪,১২৬.২৫ টাকা ৩১.০৩.২০১৯ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ১৯.০১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৬.১৬ লক্ষ টাকা খ) ১.৬২ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১০.	ক) মোসাট শাখা খ) মেসার্স এন টি অটোমোবাইল স্বত্বাধিকারী- সেখ সাত্তার আলী গ্রাম ও পোস্ট- মোসাট, থানা চণ্ডীতলা, হুগলী, পিন- ৭১২৭০১। গ) সেখ সাত্তার আলী, মসার্স এন টি অটোমোবাইল -এর স্বত্বাধিকারী গ্রাম ও পোস্ট- মোসাট, থানা চণ্ডীতলা, হুগলী, পিন- ৭১২৭০১। জামিনদারগণ: ১. সেখ মোশারফ আলী বাসুবাটি, আয়মাপাড়া, হুগলী, পিন-৭১২৪০৯ ২. শ্রী বাকি উল্লাহ মালিক কুমিরমোড়া, হুগলী-৭১২৭০৪	মৌজা- মোসাট, জেএল নং-১৬, তৌজি নং- ১৭, আরএস নং- ১৭১৯, আরএস দাগ নং-৩৭২৩, আরএস খতিয়ান নং- ৫৬০ এলআর দাগ নং-৪১৭৯-এর সাথে সম্পর্কিত, এলআর খতিয়ান নম্বর-২৮০৭ (মিউটেশনের পরে), মোসাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা চণ্ডীতলা, জেলা-হুগলী এ অবস্থিত একটি দোকান সহ ৩ কাঠা ৩ ছটাক ২৭ বর্গফুট (কমবেশি) বা ৫.৩৩ ডেসিমেল সমপরিমাণ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল নং ২০০২ সালের আই-২৬০২ এবং ২০০৮ সালের আই-২১৬৯ -এর মাধ্যমে এডিএসআর, জনাই অফিসে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি সেখ মোশারফ আলী,** পিতা-মৃত হারমুজ আলীর **নামে আছে আছে।**	ক) ১২.০৯.২০২২ খ) ৯১,২৫,৬৬৭.৯০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ০২.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১০৩.১৪ লক্ষ টাকা খ) ১০.৩২ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১১.	ক) শ্রীরামপুর শাখা (ই-ইউবিআই) খ) মেসার্স সাহাপুর কোল্ড স্টোরেজ গ্রাম ও পোস্ট - চাঁপাডাঙ্গা, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৪০১। গ) ১. শ্রী শোভন লাল ঘোষ ২. শ্রীমতী ভবানী ঘোষ উভয়েরই ঠিকানা: কাটগোড়া, খানপুর, গুড়াপ, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৩০৮। ৩. শ্রী শ্রীমন্ত ব্যানার্জী, দক্ষিণ রসুলপুর হরিণখোলা-২, আরামবাগ, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৪১৩।	সাহাপুর কোল্ড স্টোরেজ নামে কোল্ড স্টোরেজ ইউনিটের কোল্ড স্টোরেজ বিল্ডিং এবং ১.৬৮ একর পরিমাপের জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, গ্রাম - সাহাপুর, পোস্ট- পর্বতপুর, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত। জেএল নং ১০২ ,আর.এস. দাগ নং ৪৩১, ৪৩২ এবং ৪৩৫, এলআর দাগ নং ৫০৭ এবং ৫১১ এলআর খতিয়ান নং ১৮৫৭, ৯২১,৯২২, ১৮৫৮ এবং ১৮৬০, মৌজা - সাহাপুরের অধীনে, পারাতল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের মধ্যে, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান।	ক) ১৮.০৩.২০২০ খ) ৯,৫২,৫৯,১১৯.২৫ টাকা ৩১.১২.২০১৯ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৯.১২.২০২০ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৫৫৪.৮৫ লক্ষ টাকা খ) ৫৫.৪৯ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১২.	ক) খালিসানি শাখা খ) শ্যামল কুমার দত্ত ওরফে শ্যামল দত্ত হোল্ডিং নং ৭৩৮/২৪০/২৪২ কাপাসডাঙ্গা, কারবালা মোড়, শুভ পল্লী, থানা- চুঁচুড়া, ওয়ার্ড নং ১০, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩	কাপাসডাঙ্গা মৌজায় **শ্রী শ্যামল কুমার দত্তের নামে** জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, থানা চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, জেএল নং ১০, আরএস দাগ নং ৩০১৮, এলআর দাগ নং ৩৬৭৯, এলআর খতিয়ান নং ২৮২৪, প্লট হোল্ডিং নং ৭৩৮/২৯০/২৪২ এলাকা ৩.২ ডেসিমেল, জমির ধরন বাস্তু ডিড নং আই ৮২৪৬/২০১১।	ক) ১৭.০২.২০১৭ খ) ৭,২৩,১১৩.০০ টাকা ৩১.১২.২০১৬ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ০৫.০৫.২০১৭ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৮.৭৩ লক্ষ টাকা খ) ১.৮৮ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৩.	ক) মাখলা শাখা খ) শ্রী সোমনাথ পাল ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোস্ট - মাখলা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২৪৫। গ) শ্রীমতী মধুমিতা পাল ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোস্ট - মাখলা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২৪৫।	১ কাঠা ৪ ছটাক ২২ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমি এবং কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-মাখলায় অবস্থিত, জেএল নং ১১, আরএস দাগ নং ১৮০৯/২৭১০, এলআর দাগ নং ১৮৭৬, এলআর খতিয়ান নং ২০২৩ উত্তরপাড়া- কোতরং পৌরসভা, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলীর আওতায়। ১৯৯৮ সালের বিয়িং নং আই-২৬৫, বই নং -এই, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৫৯ থেকে ৬৪ পর্যন্ত, এডিএসআর, শ্রীরামপুরের অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সোমনাথ পালের নামে আছে,** পিতা- শ্রী আশুতোষ পাল। দলিল অনুসারে, **সম্পত্তিটি পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে - শ্রীমতী জ্যোৎস্না সরকারের বাড়ি, পূর্বে - শ্রী বিমল সেনের বাড়ি, পশ্চিমে - শ্রী আশুতোষ পালের বাড়ি।	ক) ১৮.০৫.২০২১ খ) ৭,৩৫,৮৮১.৪৯ টাকা ১৮.০৫.২০২১ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ০১.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৩.২২ লক্ষ টাকা খ) ১.৩৩ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৪.	ক) উত্তরপাড়া শাখা (পিএনবি) খ) মেসার্স শুভজিৎ ডেইরি স্বত্বাধিকারী- দেবুপদ ঘোষ উত্তর সুভাষপল্লী, ডানকুনি, পিন - ৭১২ ৩১০। গ) শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ উত্তর সুভাষপল্লী, ডানকুনি, পিন - ৭১২ ৩১০।	তথায় থাকা কাঠামো সহ ৫.৩৭ শতক (কমবেশি) পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, কৃষ্ণনগর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ০৭, আরএস দাগ নং ৯৪৯, এলআর দাগ নং ৮৯১ এর অধীনে খতিয়ান নং ৫২৯, মোসাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা - হুগলী। সম্পত্তিটি এডিএসআর জনাই অফিসে নিবন্ধিত দলিল নং ২০১৬ সালের আই-০৬০৮০০৫৯৩, বই নং আই, ভলিউম নং ০৬০৮-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৮৯৭১ থেকে ১৮৯৯২। **সম্পত্তিটি শ্রী দেবুপদ ঘোষের নামে আছে।**	ক) ০৪.০৭.২০২২ খ) ৩৫,৫২,৫৪৮.২৬ টাকা সহ ০১.০৭.২০২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ। গ) ১৩.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৯.১১ লক্ষ টাকা খ) ৩.৯২ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৫.	ক) কুন্তিঘাট শাখা খ) শ্রী সুনীল মন্ডল পিতা- প্রয়াত হরেন মন্ডল গ্রাম চন্দ্রহাটি, সুপ্রীম সংঘের কাছে, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৪	মৌজা মধুসূদনপুর, জেএল নং ২৫, আরএস খতিয়ান নং ৯১২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৫৭, আরএস দাগ নং ১০৮৫, এলআর দাগ নং ১৫৪ এ অবস্থিত কাঠামো সহ ৫.৫ শতক (কমবেশি) পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, গ্রাম চন্দ্রহাটি এর অধীনে, থানা-মগরা, জেলা হুগলী। ডিএসআর হুগলীর অফিসে নিবন্ধিত, বই নং ১, ভলিউম নং ৪৬, পৃষ্ঠা নং ৩৯৩ থেকে ৩৯৮ পর্যন্ত ১৯৯১ সালের বিয়িং নং আই-৫৭২০। সম্পত্তির মালিক শ্রী সুনীল মণ্ডল, পিতা- শ্রী হারান মণ্ডল।	ক) ১৪.১০.২০১৯ খ) ১২,৬১,১৯৫.৮৯ টাকা ৩১.১২.২০১৮ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ০২.০১.২০২০ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৭.১৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৭২ লক্ষ টাকা (১৮.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা

শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-

১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** -তে **২০.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকেল ৩.৩০টা।**
৪) **সম্পত্তির পরিদর্শন : ১৭.০৯.২০২৩ (দুপুর ২.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টার মধ্যে)**
৫) **বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**

তারিখ: ৩০.০৮.২০২৩ / স্থান: শ্রীরামপুর

অনুমোদিত অফিসার / পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

লোকসভা ভোট এগিয়ে আনার বার্তা দিলেন এবার নীতীশও

পাটনা, ২৯ অগস্ট: সোমবার মেয়ো রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস কর্মসূচিতে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারও অকাল লোকসভা ভোটের বার্তা দিলেন। নালন্দায় একটি কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'বিজেপি ভয় পাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ঐক্য আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে। তাই ওরা লোকসভা ভোট এগিয়ে আনতে পারে।'

নিয়ম মেনে ২০২৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে লোকসভা ভোট হওয়ার কথা। কিন্তু লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হতে পারে বলে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করে মমতা বলেছিলেন, 'কিছু দিন পরেই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। সন্দেহ হচ্ছে, এরা ডিসেম্বরে না লোকসভা নির্বাচন করে দেয়! জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে। এদের কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।'

দেশে অকাল সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মঙ্গলবার নীতীশের মন্তব্য, 'আমি গত সাত-আট মাস ধরে বলে আসছি যে, কেন্দ্রের এনডিএ সরকার বিরোধী ঐক্যের কারণে বিজেপির বড় ক্ষতির আশঙ্কা করছে। তাই তারা আগেভাগেই লোকসভা নির্বাচনের পথে হাঁটতে পারে।' তবে লোকসভা ভোটে বিজেপির জয় পাবে না দাবি করে নীতীশ জানান, আগামী ৩১ অগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া'র বৈঠকে আরও মজবুত হবে বিরোধী ঐক্য। নতুন কয়েকটি দল তাঁদের সহযোগী হতে পারেন বলেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি।

অরুণাচলকে নিজের বলে দাবি

চিনকে নিয়ে মোদিকে খোঁচা শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ২৯ অগস্ট: চিনের বিরুদ্ধে এবার ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করবে কি না প্রধানমন্ত্রীর কাচে জানতে চাইলেন শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত।

সম্প্রতি নতুন ম্যাপ প্রকাশ করে ফের অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করেছে চিন। আর তারপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একপ্রকার খোঁচা মেরে শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানতে চাইলেন, চিনের বিরুদ্ধে ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করবে কি না।

সঞ্জয়কে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আপনার কি সাহস রয়েছে চিনে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করার? মোদির এই বিষয়টি দেখা দরকার। উনি সম্প্রতি ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিকস সামিটে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে চিনের প্রতিনিধিদের আলিঙ্গন করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। এমন ঘটনা আমাদের মন ভেঙে দেয়। রাহুল গান্ধি ঠিকই বলেছেন। চিন দেশের ভিতরে প্রবেশ করেছে।'

পাশাপাশি তাঁর আরও খোঁচা, 'সাধারণ মানুষের মনে একটা ভয় রয়েছে যে, বিজেপি ফের নির্বাচনের আগে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের নাটক করতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন গভর্নর সত্যপাল মালিকের দাবি অনুযায়ী, পুলওয়ামা হামলা ঘটেনি, সেটা সাজানো হয়েছিল।'

প্রসঙ্গত, ২৮ অগস্ট দেশের নতুন সরকারি ম্যাপ প্রকাশ করেছে চিন। সেখানে অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করেছে তারা। আকসাই চিনও তাদের বলে দাবি করছে বেজিং। শুধু তাই নয়, গোটা দক্ষিণ চিন সাগর ও তাইওয়ানকেও মূল চিনা ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। ওই ম্যাপগুলিতে অরুণাচলকে 'দক্ষিণ তিব্বত' বলে দাবি করেছে চিন। এবং তা চিনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেও দাবি করছে চিনা বিদেশ মন্ত্রক। আর এরপর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। সেই পরিস্থিতিতে মোদি সরকারকে খোঁচা শিব সেনা সাংসদের।

ফুঁসছে ব্রহ্মপুত্র, অসমের বন্যায় এখনও পর্যন্ত ১৫ মৃত্যু

গুয়াহাটি, ২৯ অগস্ট: বন্যা পরিস্থিতি চিন্তা বাড়িয়েছে অসমে। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটিতে প্রতি বছরই বন্যা হয়ে থাকে। চলতি বছরে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে আবার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে অসমে। প্রায় দুই লক্ষ মানুষ এই বন্যায় বিপর্যস্ত। গ্রামের পর গ্রাম ডুবে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত চলতি বছরে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বন্যার কারণে।

সোমবার অসম সরকারের তরফে যে বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, বন্যায় রাজ্যে এক লক্ষ ৯০ হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এক জনের মৃত্যু হয়েছে সোমবার। ব্রহ্মপুত্র-সহ রাজ্যের একাধিক নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। প্লাবিত হয়েছে ওই নদী তীরবর্তী গ্রামগুলি। বহু মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

ব্রহ্মপুত্র নদীর জল কোথাও কোথাও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। গুয়াহাটি এবং জোরহাটে ব্রহ্মপুত্রের উপর ফেরি পরিষেবা বন্ধ করতে হয়েছে। রাজ্যের নানা প্রান্তে কাজ করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তারাই জানিয়েছে, এই মুহূর্তে অসমের মোট ১৭টি জেলা বন্যার কবলে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লখিমপুর। তার পরেই তালিকায় আছে ধেমাজি। এই দুই জেলায় ৪০ হাজারের বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

রাজ্যের নানা প্রান্তে ত্রাণশিবির খুলেছে অসম সরকার। এখনও পর্যন্ত ৪৫টি ত্রাণশিবিরে প্রায় ৫০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও বেকি, দিসাং, দিখোউ, সুবণসিরি নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে অসমে। বিপর্যয় মোকাবিলা দল জানিয়েছে, বন্যায় রাজ্যে আট হাজার হেক্টরের বেশি চাষের জমি জলের তলায়।

ফুকুশিমা ইস্যুতে চিনের অসন্তোষ

বেজিংয়ে জাপানের দূতাবাসে হামলা

বেজিং, ২৯ অগস্ট: বেজিংয়ে জাপানের দূতাবাসে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল চিনের নাগরিকদের বিরুদ্ধে। ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্র থেকে সমুদ্রে বিষাক্ত জল কারণে জাপানের উপর রেগে লাল চিন। এ নিয়ে সেদেশে বসবাসকারী জাপানিদের উদ্দেশে আগেই সতর্কবার্তা জারি করেছিল টোকিও।

জানা গিয়েছে, বেজিংয়ে জাপানের দূতাবাসে ইট ছোঁড়ার ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাপানের বিদেশমন্ত্রী ইয়োসিমাসা হায়াশি। তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ করতে বলেছেন। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন, তিনি যেন চিনকে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন।

মঙ্গলবার চিনকে তোপ দেগে হায়াশি বলেন, 'এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক ও উদ্বেগের। আমরা চিনের প্রশাসনকে অনুরোধ জানাচ্ছি, এই বিষয় তারা যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। চিনা নাগরিকদের যেন শান্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বেজিংয়ের উচিৎ তাদের নাগরিকদের সঠিক তথ্য দেওয়া। ফুকুশিমার জল ছাড়ার ব্যাপারে আগেই তাদের জানানো হয়েছিল। ফলে চিনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

প্রসঙ্গত, চিনে বসবাসকারী নাগরিকদের উপর হামলার আশঙ্কা আগেই করেছিল জাপান। গত শুক্রবার প্রবাসীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জারি করে টোকিও। বলা হয়, 'জনসমক্ষে জাপানিতে ফিসফিস করে কথা বলবেন। সতর্ক থাকবেন। অযথা ঝামেলায় জড়াবেন না।' এবার সেই আশঙ্কা সত্যি করে হামলা করা হল জাপানের দূতাবাসে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে জাপানের পূর্ব উপকূলে আঘাত হানে সুনামি। দানবীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুকুশিমা আণবিক কেন্দ্র। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে দেশটি। তারপরই ফুকুশিমার ওই কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আসলে ভয়াবহ সুনামি ও ভূমিকম্পের ধাক্কায় প্রবল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ফুকুশিমা পারমাণবিক কেন্দ্র। সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত চুল্লিগুলিকে ঠান্ডা করতেই ১০ লক্ষ মেট্রিক টন জল ব্যবহার করবে জাপান। গত মাসে সেই জল সমুদ্রে ফেলার অনুমতি দেয় 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি'। ফলে তেজস্ক্রিয় সেই জল মিশবে সমুদ্রে।

টোকিও অবশ্য দাবি করছে, ওই জল নিরাপদ। রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপগুলিকে সরাতে জল ফিল্টার করেই ছাড়া হবে। গত বৃহস্পতিবার প্রশান্ত মহাসাগরে ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্রের 'বিষাক্ত'জল ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে জাপান। এর জেরে ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিবেশপ্রেমীরা। রীতিমতো বিক্ষোভ শুরু হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতেও। ভয়ে ভয়ে রয়েছেন সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবী ও দোকানদাররা।

পরকীয়ায় বাধা, ৪ বছরের ছেলেকে খুন করল মা

ভোপাল, ২৯ অগস্ট: পরকীয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেরই ৪ বছরের ছেলে। পথের কাঁটা সরাতে শেষ পর্যন্ত শিশুপুত্রকে খুন করল তরুণী মা। এই হত্যালীলার সঙ্গী হলেন প্রেমিক যুবক। মধ্যপ্রদেশের এই নির্মম ঘটনায় হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তরুণী এবং তাঁর প্রেমিককে। ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে শিশুর দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি পুণে শহরের। অভিযুক্ত তরুণীর নাম রেনুকা পাওয়ার। তিনি বিবাহিত। যদিও সম্প্রতি পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে উমেশ অরুণ সালুঙ্কের সঙ্গে। যদিও এই সম্পর্কের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল রেনুকারই চার বছরের সন্তান। এর পরেই তাকে থেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তরুণী এবং তাঁর প্রেমিক। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, রেনুকা এবং উমেশ শিশুটিকে হত্যা করেন।

জামিন পেয়েও ফের গ্রেপ্তার ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ২৯ অগস্ট: জামিন পেয়েও মিলল না রেহাই। মঙ্গলবারই গ্রেপ্তার হলে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এদিনই তোষাখানায় মামলায় জামিন পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সাইফার মামলায় গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। আজ তাঁকে আদালতে তোলা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে আমেরিকার ষড়যন্ত্র রয়েছে, এই অভিযোগ ছিল ইমরানের। আর সেই অভিযোগের প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি একটি নথি প্রকাশ্যে আনেন। জনসভায় তা প্রদর্শনও করেন। সেই নিয়েই ইমরানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যদিও ইমরানের দাবি, তিনি যা দেখিয়েছিলেন তা সাইফার অর্থাৎ গোপন খবরের সাংকেতিক রূপ নয়।

উল্লেখ্য, গত ৫ অগস্ট তোষাখানা মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে তিন বছরের সাজা শুনিয়েছিল নিম্ন আদালত। এর পাশাপাশি ১ লক্ষ টাকার জরিমানাও করা হয়েছিল তাঁকে। বলা হয়েছিল, অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেলে থাকতে হবে তাঁকে এবং পাঁচ বছর কোনও নির্বাচন লড়তে পারবেন না তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইসলামাবাদ হাই কোর্ট তাঁর সাজা স্থগিত করে তাঁকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল। যদিও স্বস্তি আর পেলেন না ইমরান। ফের অন্য মামলায় তাঁকে ফের যেতে হল গরাদের পিছনে।

কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর সময় জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ অগস্ট: গড়িমসি বা ঢিলেমি নয়। কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা কবে ফেরানো হবে? সেই সময়সীমা স্পষ্ট করে জানাতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, উপত্যকায় গণতন্ত্রের পুনরুত্থান জরুরি। তাই কতদিনে কাশ্মীরকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব, সেটা স্পষ্ট করে দিতে বলল শীর্ষ আদালত।

২০১৯ সালের ৫ অগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা খর্ব করার পাশাপাশি উপত্যকার পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে নিয়ে দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়। কাশ্মীরকে যেভাবে পূর্ণ রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছিল, সেটা নিয়েও বিস্তর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রকে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৫২৮, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৩** এতদ্বারা প্রশাসনিক ও টেকনিক্যাল কারণে **বাতিল** করা হল।

(HWH-229/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e-tender vide memo **no.WBMAD/CM/PWD/NIT -08/TRLR/23-24 & Tender Id-2023_MAD_561282_1** for supply and delivery of two wheeled trailers. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

NOTICE INVITING TENDER

The BDO Kh-II Block, **NIeT No.: 33/BDO Kh-I1/2023-24, Date: 25.08.2023. Tender ID 2023_ZPHD_560443_1 to 2.** Last date of closing of uploading bids ends on **09.09.2023 up to 05.00 PM,** for Construction School ACR and **NIeT No.: 34/BDO Kh-II/ 2023-24. Tender ID-2023_ZPHD_560485_1 to 2.** Bids uploading ends on **04.09.2023 up to 05.00 PM,** school Toilet. For detail visit **wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO
Khanakul-II Dev. Block
Hooghly

NOTICE

That my client **SHRI PALASH BISWAS,** son of Late Bimal Kumar Biswas, by Faith-Hindu, by Nationality Indian, residing at Village & P.O. - Chhekati, P.S. Gaighata, in the Distric North 24 Parganas, West Bengal - 743245, India, has lodged a General Diary on **28-07-2023** before the Office-In-Charge of Gaighata Police Station vide G.D.E. No. **1884/23** for loss of an Original Bengali Deed from his custody i.e., registered Bengali Deed, since been registered before the Office of the S.R., Chandpara and recorded in Book No. I, Volume No. 12, Pages from 201 to 203, Being No. **730** for the year **1970**. Any person having any claim, share, right, title, interest, concerning the matter or any objection whatsoever must notify the same to the undersigned with supporting documentary evidence, **within 15 days** from this date of publication where after the claim if any shall be deemed to be waived and no further claim shall be entertained. If found, kindly inform me in my contact numbers **9875391791** & **8335847438** (Whatsapp).

A.K. Nandi & Legal Associates
Arnab Kumar Nandi, *Advocate*

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Midnapore
Dist. Paschim Medinipur
Succession Certificate
Case No. 17 of 2023

Amit Laha, S/o Lt. Satkari Laha of Vill. Mirbazar, P.O. & P.S. Midnapur, Dist. - Paschim Medinipur .... **Petitioner**

VS.

1. **Smt. Krishna** (Laha) Dey, W/o Dr. Arun Kumar Dey of Vill. Sekpura (near Chhoto Girja) P.O. & P.S. Midnapur, Dist. Paschim Medinipur 2. **Smt. Ashalata Laha,** W/o Lt. Asit Laha. **3. Sri Avrajit Laha,** S/o Lt. Asit Laha, **4. Ankita Laha,** D/o Lt. Asit Laha, All of vill Sekpura P.O. & P.S. Midnapur, Dist. Paschim Medinipur

.....Opp. parties

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগনকে জানানো যাইতেছে যে নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তির বাবদ অমিত লাহা পিতা স্বঃসতকড়ি লাহা সাং মিরবাজার পোঃ এবং থানা মেদিনীপুর জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর পোস্ট আফিস এ গীতা লাহা নামিত **MIS & KVP Certificate** এর প্রাপ্ত টাকা পাওনের নিমিত্ত Succession Certificate পাওনের প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। এতদ্ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষগন কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্য ২০/০৯/২০২৩ তারিখে আদালতে স্বয়ং বা উপযুক্ত প্রতিনিধি মারফৎ উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। তদন্যথায় আইন আনুযায়ী কার্য্য হইবে।

SCHEDULE

Debtor Midnapur Head Post office under P.O. & P.S. Midnapur, Particular of debts-

1)
(i) A/C No. 3819196834 (MIS) Rs. 159000/-
(ii) A/C No. 1110723 Rs. 50,000/-
(iii) S.B. A/C No. 1058256296 Rs. 1534633/-
TOTAL Rs. 17,43,633/- Plus Accrued interest.

2)
i) K.V.P. No.484139 Rs. 10,000/-
ii) K.V.P. No.484140 Rs. 10,000/-
iii) K.V.P. No.484141 Rs. 10,000/-
iv) K.V.P. No.484142 Rs.10,000/-
v) K.V.P. No.484143 Rs. 10,000/-
vi) K.V.P. No.484144 Rs. 10,000/-
vii) K.V.P. No.484145 Rs.10,000/-
viii) K.V.P. No.484146 Rs.10,000/-
ix) K.V.P. No.484148 Rs. 10,000/-
x) K.V.P. No.484149 Rs. 10,000/-
xi) K.V.P. No.484150 Rs. 10,000/-
xii) K.V.P. No.484151 Rs. 10,000/-
xiii) K.V.P. No.484154 Rs.10,000/-
xiv) K.V.P. No.484155 Rs.10,000/-
xv) K.V.P. No.484156 Rs. 10,000/-
xvi) K.V.P. No.484157 Rs.10,000/-
xvii) K.V.P. No.484158 Rs.10,000/-
xviii) K.V.P. No.484159 Rs.10,000/-
xix) K.V.P. No.484160 Rs.10,000/-
xx) K.V.P. No.484161 Rs. 10,000/-
xxi) K.V.P. No.484164 Rs.10,000/-
xxii) K.V.P. No.484165 Rs. 10,000/-
xxiii) K.V.P. No.484166 Rs.10,000/-
xxiv) K.V.P. No.484167 Rs.10,0000/-
xxv) K.V.P. No.484168 Rs. 10,000/-
xxvi) K.V.P. No.484 169 Rs. 10,000/-
xxvii) K.V.P. No.484170 Rs. 10,000/-
xxviii) K.V.P. No.484171 Rs. 10,000/-
xxix) K.V.P. No.484172 Rs. 10,000/-
xxx) K.V.P. No.484173 Rs. 10,000/-
xxxi) K.V.P. No.484174 Rs. 10,000/-
xxxii) K.V.P. No.484175 Rs.10,000/-
xxxiii) K.V.P. No.484545 Rs. 10,000/-
xxxiv) K.V.P. No.484546 Rs. 10,000/-
Total Rs. 3,40,000/- Plus Accrued interest. **Grand total Rs. 20,83,633/-** Plus Accrued interest. All the KVPs issued on14/03/2009 by the Midnapore Head Post Office.

আদেশানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
Sheristadar
District Delegate Paschim Medinipur, 18/08/2023

Office of the
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum

এতদ্বারা দুবরাজপুর পৌর এলাকার জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গত ৩১.০৭.২০২৩ তারিখে দুবরাজপুর বোর্ড অফ কাউন্সিলারস্ -এর সভায় 'খসড়া Bye Law on Solid Waste Management' গৃহীত হয়েছি। বিস্তারিত জানতে দুবরাজপুর পৌরসভায় যোগাযোগ করতে পারেন। এ বিষয়ে অভিযোগ এবং সুপারিশ থাকলে আগামী ৩০.০৯.২০২৩ তারিখে মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে পারবেন।

অভিনন্দনসহ
পৌরপ্রধান, দুবরাজপুর পৌরসভা,
দুবরাজপুর, বীরভূম

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender
E-Tender Notice No. 151/PW/Eng/2023 dated 29.08.2023
Memo No. 810/PW/Eng/2023 dated 29.08.2023

Name of the work : Repairing and Renovation of drain, culvert, cover slab, concrete road & C.C. Pavement at different places of Borough No. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X under Asansol Municipal Corporation. Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
NIeT No. 12/KPS/SWM/2023-2024

eTender is hereby invited from bonafide supplier/firms/contractor/companies/ Engineering Co-ope for supply of 9 nos. e-cart (Eco-Rickshaw) for different GP under Kandi Panchayat Samity and Tender Cost Rs.10.80 lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the project of SWM.
Last date of downloading of documents: **08/09/2023 upto 17.00 hours.**
All others details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
CORRIGENDUM OF TENDER NOTICE
No.19/23-24/FCXV/T Dated 17.08.2023.

The Tenders under above mentioned Tender Notice has been extended. Last date of submission of tender: **13.09.2023 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

COOL CAPS INDUSTRIES

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, প.ব. ভারত
ফোন +৯১ ৩৩ ৪০৭০৩২৩৮, ইমেল আইডি cs@coolcapsindustries.in, CIN : L27101WB2015PLC208523

৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১১.০০টায়** অনুষ্ঠিত হবে অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, প.ব. ভারত-এ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **২৯শে আগস্ট, ২০২৩ তারিখের** নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি **বৃহস্পতিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা ২০১৪-এর বিধি ২০-এর বিধান মেনে, সংশোধিত। সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এবং রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট যেটি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের দেওয়া সমস্ত রেজোলিউশনে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং আর্থিক বছরের ২০২২-২৩-এর জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৮ তম এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রারের কাছে নিবন্ধিত এবং ট্রান্সফার এজেন্ট বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরির সাথে সদস্যরা নিম্নলিখিত নোট করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তিটি সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো/ইমেল করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি **২৯শে আগস্ট, ২০২৩ মঙ্গলবারের** মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর ফর্মটি ৮ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http-//www.coolcapsindustries.in** এবং মেসার্স লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হয় **http//linkintime.co.in** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com**।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল **শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় শুরু হয় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায়**। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ইলেকট্রনিক ভোটিং/ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও এজিএম-এ এমন সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যারা ইতিমধ্যেই মিটিংয়ের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার আইটেম সম্পর্কিত নথিগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে সকাল ১১.০০টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে এজিএমের তারিখ পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে এবং এজিএমের স্থানেও।

সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বুধবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে তাদের অংশের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে/কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বুধবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ সুবিধাভোগী মালিকরা কেবলমাত্র এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের ই-ভোটিংয়ের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত যেমনটি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হয়। যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত তারা তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন।

আপনার যদি ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, সদস্যরা **www.coolcapsindustries.in**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি উল্লেখ করতে পারেন বা **cs@coolcapsindustries.in**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা কোম্পানি সচিব শ্রী অরিজিৎ ঘোষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে কমপ্লায়েন্স অফিসার একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য কোম্পানি মিসেস রোহিনী ছাউছারিয়া (এসিএস ৬৭৪৭২) প্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে নিযুক্ত করেছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অরিজিৎ ঘোষ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫ অক্টোবর ১৯৮৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45201WB1988PTC045417
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২২৭, কমলালয়া সেন্টার, ১৫৬এ, লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৩
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৮ আগস্ট, ২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী প্রতীম বয়াল **রেজি. নং** - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা** - ১৮/১, তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া, আগরপাড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৯ **ইমেল** : pratimbayal@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**রিসার্জেন্ট রিসলিউশন প্রফেশনালস এলএলপি** সেন্ট্রাল প্লাজা, রুম নং ৭০৮, ৮ম তল, ২/৬, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ **ইমেল** : cirp.reacon@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে।

রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
প্রতীম বয়াল
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. এর
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385

তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে নেই কে এল রাহুল ! নিশ্চিত করলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুরনো চোট সারিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার চোটের কবলে। যে কারণে এশিয়া কাপের প্রথম দুটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না লোকেশ রাহুলকে। নিশ্চিত করলেন মেন ইন ব্লু কোচ রাহুল দ্রাবিড়। রাহুলকে এশিয়া কাপের প্রথম থেকে পাওয়া যাবে না বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচক অজিত আগরকর। মঙ্গলবার এশিয়া কাপের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে নিশ্চিত করলেন দ্রাবিড়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করবে ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে নেপালের বিরুদ্ধে। এই দুটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না তাঁকে। অর্থাৎ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে নেই তিনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সুপার ফোর স্টেজ থেকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। অর্থাৎ ওডিআই বিশ্বকাপের আগে নিজের ফিটনেস প্রমাণের জন্য খুব বেশি সুযোগ পাবেন না তিনি। অর্ধেক এশিয়া কাপ ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজই রাহুলের ওডিআই বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

আইপিএলের সময় পায়ে চোট পেয়ে চার মাস ধরে মাঠের বাইরে ছিলেন রাহুল। সেরে ওঠার পর তাঁকে রেখেই এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করে বিসিসিআই। যদিও দল ঘোষণার সময়েই জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর জানিয়ে দেন, পুরনো চোট সেরে উঠলেও নতুন করে হালকা চোট পেয়েছেন তিনি। এশিয়া কাপ রাহুলের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপের আগে নিজেকে ফিট প্রমাণিত করার পাশাপাশি তিনি কতটা ফর্মে রয়েছেন সেটিও প্রমাণ করতে হবে তাঁকে। নিঃসন্দেহে ওডিআই ফরম্যাটে ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার রাহুল। কিন্তু চোট আঘাত ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে তাঁকে। অনুশীলনে ব্যাটিং, কিপিং করলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে সময় লাগছে তাঁর। রাহুলের চোটের কথা মাথায় রেখে সঞ্জু স্যামসনকে এশিয়া কাপের ব্যাপ আপ হিসেবে রাখা হয়েছিল। এই উপমহাদেশীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উইকেটের পিছনে সঞ্জু বা ঈশান কাকে দেখা যাবে তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

বেঙ্গালুরুর আলুরে চলছিল এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির। মঙ্গলবার শিবিরের শেষ দিনে কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেন, ত্রাহুল বাস্তবিকই উন্নতি করছে। এশিয়া কাপের প্রথম দুটি ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না।দ ৩০ অগস্ট শ্রীলঙ্কা রওনা দেবে মেন ইন ব্লু-র সদস্যরা। সেই দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না রাহুল। আপাতত এনসিএ-তে রিহ্যাব চলবে তাঁর। ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর চোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। ভারতীয় দল সুপার ফোর স্টেজে কোয়ালিফাই করলে তবেই এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পাবেন তিনি।

টাইব্রেকারে জিতে ডুরান্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছন্নছাড়া ফুটবল। ভুল পাসের ছড়াছড়ি। ডার্বিতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল যে খেলাটা খেলেছিল তার ১০ শতাংশই খেলতে পারল না ডুরান্ডের সেমিফাইনালে। পর পর তিনটে পাস দিতেই ভুল করছিলেন লাল-হলুদ ফুটবলারেরা। দেখে মনে হচ্ছিল খেলার ইচ্ছাটাই তাঁদের নেই। রক্ষণ থেকে মাঝমাঠ, মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ ভাগের ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়া দেখা গেল না। তুলনায় কিছুটা ভাল ফুটবল খেলল নর্থইস্ট। গোলের সুযোগ বেশি তৈরি করল তারা। ০-২ পিছিয়ে থাকার পরেও নাওরেম ও সংযুক্তি সময়ে নন্দকুমারের গোলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে প্রভসুখন গিলের দস্তানায় জিতে ফাইনালে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার ডুরান্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি মোহনবাগান ও গোয়া। সেই ম্যাচে মোহনবাগান জিতলে রবিবার ডুরান্ডের ফাইনালে আবার ডার্বি।

যুবভারতীতে খেলার শুরুটা দেখে মনে হল নর্থইস্ট নয়, ইস্টবেঙ্গলই বোধহয় অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নেমেছে। প্রথম ১৫ মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলের গোল লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি আক্রমণ তুলে আনে নর্থইস্ট। খেলার শুরুতেই লাল-হলুদ রক্ষণকে বোকা বানিয়ে বক্সে ঢুকলেও গোল লক্ষ্য করে শট মারতে পারেননি ফাল্গুনী সিংহ। দু'দলই মাঝমাঠ দখলের চেষ্টা করছিল। সেখানে খানিকটা এগিয়ে ছিল উত্তর-পূর্বের দল। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাসে আক্রমণে উঠছিলেন মিগুয়েল জাবাকো, মনবীর সিংহেরা। উল্টো দিকে ইস্টবেঙ্গলের দুই প্রান্ত ধরে খুব বেশি আক্রমণ হচ্ছিল না। যে কয়েকটি আক্রমণ মন্দার রাও, নিশু কুমারেরা তুলে আনেন তা-ও নর্থইস্টের রক্ষণে আটকে যায়। মহেশ নাওরেম সিংহ এই ম্যাচে ডান প্রান্ত ধরে খেলছিলেন। যে কয়েকটি আক্রমণ হয় তাতে ভূমিকা ছিল নাওরেমের। বক্সের বাইরে থেকে লুকাস পারডোর জোরালো শট বাঁচিয়ে দেন নর্থইস্টের গোলরক্ষক মিচু মিরশাদ। এই মিরশাদ ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন গোলরক্ষক। মাঝেমধ্যে ভুল পাস, এলোমেলো ফুটবল দেখা যাচ্ছিল যুবভারতীতে। তার মাঝেই ২২ মিনিটের মাথায় চমক দেখাল নর্থইস্ট। বাঁ প্রান্তে বক্সের বাইরে বল পান ফাল্গুনী। ফিতরে ঢুকে রক্ষণের উপর দিয়ে বক্সের ভিতরে বল ভাসিয়ে দেন তিনি।

'মনে করি না সব জিতে গিয়েছি', পদক জয়ের খিদে মেটেনি নীরজের

টোকিয়ো: অলিম্পিকে সোনার পদক জিতে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ইতিহাস গড়েছিলেন নীরজ চোপড়া। তার আগে কমনওয়েলথ গেমসে ২০১৮ সালেই জ্যাভলিন থ্রোয়ে স্বর্ণপদক জেতেন। সেবছরই জাকার্তা এশিয়ান গেমসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে জ্যাভলিনে জেতেন সোনা। ইতিহাস গড়েছেন ডায়মন্ড লিগেও। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডায়মন্ড লিগ জয়ের নজির রয়েছে তাঁর। ২০১৬ সালে সাউথ এশিয়ান গেমস, জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০১৭ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতেন নীরজ। ২৫ বছরের নীরজের কাছে অধরা ছিল বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা। গতবছর রুপো পেয়েছিলেন। চলতি বছরে পদকের রং বদলে ফেলেছেন। জ্যাভলিন থ্রোয়ের জগতে তিনিই যে বিশ্বসেরা বারে বারে তার প্রমাণ দিচ্ছেন নীরজ। ২৫ বছরের নীরজের পুরস্কারের ঝুলিটাও পরিপূর্ণ। অর্জুন পুরস্কার পদ্মশ্রী, পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল এবং ক্রীড়া জগতের সর্বোচ্চ সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২৫ বছরের নীরজের জীবনে আর কিছু জেতার বাকি আছে? এই প্রশ্নটা সাধারণ অনুরাগীদের মধ্যে মনে উঠে আসছে বারবার।নীরজই কি ভারতের সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট? বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার ইতিহাস গড়ার পর নীরজকে কি এমনটা বলা যায়? ২৫ বছরের নীরজের গায়ে 'সর্বকালের সেরা' তকমা লেগে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। যে মঞ্চগুলিতে ভারতীয়দের পদক জেতাটাই একসময় স্বপ্ন মনে হতো সেখানেই সোনার ইতিহাস গড়ছেন নীরজ। তাতেও খিদে কমছে না জ্যাভলিন তারকার। জয়ের খিদে যে কমেনি তা জানাতে রাখঢাক করছেন না নীরজ।

সাফল্যের চূড়োয় উঠেও স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, আমি মনে করি না সব জিতে গিয়েছি।' নীরজ বলছেন, ত্কথায় বলে, থ্রোয়ারদের কোনও ফিনিশিং লাইন হয় না। আমি প্রচুর মেডেল জিততে পারি কিন্তু এর থেকে আরও দূরে বর্শা ছোড়া বাকি। এত এত পদক জিতে ভাবতে চাই না যে আমি সব জিতে গিয়েছি। আরও পরিশ্রম করব, এর থেকেও বেশি মেডেল জেতার জন্য নিজেকে অনুপ্রাণিত করব। দেশের জন্য আরও সম্মান এনে দেব। আমার সঙ্গে পোডিয়ামে যদি আরও ভারতীয়দের দাঁড়াতে দেখি সেটা দারুণ হবে।

বিশ্বকাপের দলে ফিরলেও ইংল্যান্ড পাবে না স্টোকসকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবসর ভেঙে ইংল্যান্ডের এক দিনের বিশ্বকাপের দলে ফিরেছেন বেন স্টোকস। কিন্তু বিশ্বকাপে তাঁকে শুধু ব্যাটার হিসাবেই দেখা যেতে পারে তাঁকে। বোলিং না-ও করতে পারেন স্টোকস। বাঁ হাটুতে কিছু দিন আগে চোট পেয়েছিলেন স্টোকস। সেই কারণে তাঁকে বল করতে নিষেধ করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

বিশ্বকাপের আগে নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। সেখানেই এক জন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলানো হবে স্টোকসকে। সেই সিরিজেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছেন তিনি। স্টোকসের প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচক লুক রাইট বলেন, ''স্টোকসকে আমরা জোর করছি না। ও চোট সারিয়ে ফিরছে। ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করছে। এখনও বিশ্বকাপের আগে অনেক সময় রয়েছে। স্টোকসের হাঁটু এখন অনেক ভাল জায়গায় আছে। আশা করছি বিশ্বকাপের আগে ও পুরো সুস্থ হয়ে যাবে।''

হাঁটুতে সামান্য চোট থাকলেও বল করতে সমস্যা হয় পেসারদের। তাই স্টোকসকে চাপ দিতে চাইছে না বোর্ড। রাইট বলেন, ''আমরা ওর উপর চাপ দেব না। ও যদি নিজে মনে করে যে বল করবে তা হলেই করবে। সিদ্ধান্ত স্টোকসের। তবে এখন ও বল করবে না। বিশ্বকাপেও শুধু ব্যাটার হিসাবে খেলতে পারে স্টোকস।

২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল স্টোকসের। নিউ জলিান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে রান তাড়া করতে নেমে অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। সেই ইনিংসেই ম্যাচ সুপার ওভার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছিল ইংল্যান্ড।

যদিও বিশ্বকাপের কয়েক মাস পরে এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন স্টোকস। লাল বলের ক্রিকেটে মন দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। চলতি বছর বিশ্বকাপের আগে আবার মন বদলান স্টোকস। অবসর ভেঙে ফেরেন দলে।

'বিশ্বকাপে ঘরের মাঠের সুবিধা পাবে না ভারত', এশিয়া কাপে যাওয়ার আগে বললেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে বুধবার থেকে। ভারত অবশ্য নামছে ২ সেপ্টেম্বর। এশিয়া কাপের পরেই রয়েছে বিশ্বকাপ। ভারতের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় জানিয়ে দিলেন, ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ হচ্ছে বলে ভারত অতিরিক্ত সুবিধা পাবে না।

এশিয়া কাপের জন্য শ্রীলঙ্কায় উড়ে যাওয়ার আগে বেঙ্গালুরুতে ক্যাম্প করেছে টিম ইন্ডিয়া। দ্বীপরাষ্ট্রে রওনা হওয়ার আগে বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে দ্রাবিড় বলেছেন, দযতটা প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব, আমরা ঠিক ততটাই প্রস্তুত। বেশ ভাল সব দল খেলতে আসছে। গত ১০-১২ বছরে হোম অ্যাডভান্টেজ বলে কিছু হয় না উপমহাদেশের ক্রিকেটে। কারণ বিদেশি দলগুলো ইদানীং কালে উপমহাদেশে এসে অনেক ম্যাচ খেলে। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে একাধিক বিদেশি ক্রিকেটার খেলে। দু' মাসের কাছাকাছি সময় ধরে এখানে থাকে। এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয় তারা। সবারই এখানকার পিচ, মাঠ নখদর্পণে। ঘরের দল বেশি সুবিধা পাবে এমনটা হয় না। বেশ কঠিন এক টুর্নামেন্ট হবে।দ

ভারতে এসে খেলবে বলে বিদেশি দলগুলোর সমস্যা হবে না। বরং টিম ইন্ডিয়াই প্রত্যাশার চাপ অনুভব করবে। ২০১১ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঘরের মাঠে। প্রত্যাশার প্রবল চাপ নিয়েও মহেন্দ্র সিং ধোনির দল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবারের মেগা ইভেন্ট প্রসঙ্গে রাহুল দ্রাবিড় বলছেন, দআমরা আত্মবিশ্বাসী। আমরা সবাই তাকিয়ে রয়েছি। কোচ হিসেবে আমি একপ্রকার উত্তেজিতই বলা যায়। আশা রাখি এবারের টুর্নামেন্টটা ভালই হবে আমাদের জন্য। বেশ কয়েকজন ছেলে চোট সারিয়ে দলে ফিরেছে। ঘরের মাঠে খেলার চাপ রয়েছে। আর সেই চাপ আমরা অনুভব করব।দ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারতীয় দল। ৮ অক্টোবর ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ হবে চেন্নাইয়ে।

জুয়ার বিজ্ঞাপন করেন কেন? শচিনকে আইনি নোটিসের হুমকি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডিজিটাল যুগে রমরমিয়ে চলছে অনলাইন গেমিংয়ের ব্যবসা। বিনোদন জগতের তারকা থেকে খেলার দুনিয়ার সেলেবরাও এই এই অনলাইন জুয়ায় উৎসাহ দেন। যে তালিকায় রয়েছেন খোদ শচিন তেণ্ডুলকরও। যার জন্য নিজের রাজ্যেরই প্রাক্তন মন্ত্রীর রোষানলে পড়তে হল মাস্টার ব্লাস্টারকে।

অনলাইনে জুয়ার বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে শচিনকে। যিনি হাসি মুখে যুবপ্রজন্মকে অনলাইন গেমিংয়ে উৎসাহ দেন। দেশের একজন আইকন হিসেবে যে অভ্যাসকে উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা নির্দল বিধায়ক বাচ্চু কদু। আর সেই কারণেই লিটল মাস্টারকে আইনি নোটিস ধরাচ্ছেন তিনি। বাচ্চু কদুর দাবি, যাঁদের ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, তাঁদের ন্যূনতম কিছু নিয়ম মানা উচিত। তিনি আরও বলেন, ৩০ আগস্ট শচিনকে একটি আইনি নোটিস ধরানো হবে। এই ধরনের বিজ্ঞাপনে কাজ করা নিয়ে তিনি ভবিষ্যতে কী সিদ্ধান্ত নেবেন, তা জানাতে ৩০ তারিখ পর্যন্তই তাঁকে সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিজের অবস্থান এখনও স্পষ্ট করেননি শচীন। তাই আইনজীবী মারফৎ নোটিস পাঠানো হচ্ছে।

শচিনকে ক্রিকেট ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছে দেশবাসী। তিনি বহু মানুষের অনুপ্রেরণা। এহেন কিংবদন্তি যদি অনলাইন বেটিংয়ে উৎসাহ দেন, তাহলে তা শোভা পায় না। উল্লেখ্য, বেটিংয়ের বিজ্ঞানে মুখ দেখিয়ে রোষের মুখে পড়েছেন শাহরুখ খানও। রীতিমতো হুমকির মুখে পড়তে হয় তাঁকে। এমনকী যার জেরে তাঁর বাড়ির বাইরের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয় বলে জানা গিয়েছে।

কারও পা চাটতে ভারতে আসিনি-ক্লাব বনাম দেশ যুদ্ধে বোমা ফাটালেন স্টিম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামনেই এশিয়ান গেমস, ওয়ার্ল্ড কাপের কোয়ালিফায়ার এবং এশিয়ান কাপ। একের পর এক মেগা টুর্নামেন্ট রয়েছে। অথচ তার আগে জাতীয় দলের শিবিরের জন্য ফুটবলার ছাড়তে অনিচ্ছুক অধিকাংশ আইএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজিই। এমন পরিস্থিতিতে সুনীল ছেত্রীদের কোচ ইগর স্টিম্যাচ এবার বোমা ফাটালেনষ পরিষ্কার বলে দিলেন, 'কারও পা চাটতে ভারতে আসিনি, সত্যি বলতে ভয় পাই না।'

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন ডিফেন্ডার এবং বর্তমান ভারতের ফুটবল টিমের কোচ। তিনি বলেছেন, 'কারও পা চাটতে ভারতে আসিনি। সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না। আমার ভাষা প্রয়োগের জন্য মার্জনা করবেন। তবে আমি সত্যি ভারতে কারও পা চাটতে আসিনি। যদি ভারত আমার সাহায্য চায়, তাহলে সত্যি বলতে আমি দ্বিধাবোধ করব না। ওরা এই সমস্যা কাটানোর উদ্যোগ নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে। অথবা আমাকে বলতে পারে, আমরা কোনও পরিবর্তন করতে পারব না, তুমি বাড়ি যাও। আমি আনন্দের সাথে বাড়ি ফিরে যাব এবং আমরা বন্ধুই থাকব।'

তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ভারতে বিশ্বের সেরা মস্তিষ্করা রয়েছে। এখন আমাকে বলা হচ্ছে, ক্যালেন্ডারে সামান্য রদবদল ঘটিয়ে জাতীয় দলের জন্য প্রয়োজনীয় সময় নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। নাকি অন্য কিছু স্বার্থ আছে? এটা বলতে আমার কোনও সমস্যা নেই, কারণ এটাই সত্যি। যে আমাকে ভুল প্রমাণ করতে চায়, আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্ক করতে পারে এবং বলতে পারে মূল সমস্যা কী?'

ভারতীয় দলের জন্য প্লেয়ার ছাড়া নিয়েই চলছে বিতর্ক। এই নিয়ে শীর্ষ-স্তরের ক্লাব এবং জাতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে প্রবল বিবাদের মাঝেই স্টিম্যাচের মন্তব্য চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আগামী সপ্তাহ থেকেই ভারতের জাতীয় দলের ঠাঁসা ক্রীড়াসূচি। থাইল্যাণ্ডে কিংস কাপে খেলতে হবে জাতীয় দলকে। তার পর এশিয়ার অনূর্ধ্ব-২৩ কোয়ালিফায়ার খেলতে হবে চিনে। এছাড়াও ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়ান গেমস খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। অক্টোবরে মালয়েশিয়ার মেরডেকো কাপ, ২০২৬ বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান

গেমসের যুগ্ম কোয়ালিফায়ার ম্যাচও খেলবে ভারত।

কিন্তু তার আগে এত বাধা যে, আর চুপ করে থাকতে পারেননি স্টিম্যাচ। ভারতের যুব দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে অর্ধেকের বেশি প্লেয়ার এখন শিবিরে যোগ দেননি। যুব দলের কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা জানিয়েছেন, ২৫ জনের ক্যাম্পে মাত্র ১২ জন যোগ দিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল, কেরালা ব্লাস্টার্স, মুম্বই সিটি, জামশেদপুর এফসি, ওড়িশা এফসি, পঞ্জাব এফসি এখনও ফুটবলারদের পাঠায়নি। এমনিতেই ক্লাবের আপত্তিতে এক দফায় ক্যাম্প পিছিয়ে গিয়েছে। তার পরে এখনও সেই পরিস্থিতির সুরাহা হয়নি।

এদিকে ক্লাবগুলির যুক্তি, ফিফা ক্যালেন্ডারে বাইরে জাতীয় দলের ক্যাম্প আয়োজিত হচ্ছে। তাই তারা খেলোয়াড়দের ছাড়তে বাধ্য নয়। স্টিম্যাচ এই মুহূর্তে ক্রোয়েশিয়ায় আছেন। এবং ২ সেপ্টেম্বর কিংস কাপের জন্য থাইল্যান্ডে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে তিনি আশঙ্কা করছেন যে, এশিয়ান গেমস এবং পরে এশিয়ান কাপের জন্য একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হবে।

স্টিম্যাচ বলেছেন, 'বড় সমস্যার মুখে পড়তে চলেছি আমরা। কাউকে দোষারোপ করছি না। তবে ফেডারেশনে এর জন্য আমরা দায়ী নই। করোনা অতিমারীর জন্য এশিয়ান গেমস এবং এশিয়ান কাপ স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। এখন কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই হঠাৎ ক্যালেন্ডারের মাঝামাঝি এই টুর্নামেন্ট ফেলা হয়েছে। তাই অধিকাংশ দেশেই কোচ, ক্লাবের সঙ্গে এই সমস্যা রয়ে গিয়েছে। তবে আমার ধারণা, অধিকাংশ দেশেই ক্লাব, জাতীয় দল নিয়ে একটা সমাধানসূত্র বের করা গিয়েছে। আর আমরা এখনও বলে চলেছি, এটা করতে পারব না।'

ইউএস ওপেনের কোর্টে গাঁজার গন্ধ, দাবি গ্রিক টেনিস তারকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলার সময় কোর্টে 'গাঁজা'র গন্ধ পেয়েছেন, এমন বলেছেন বিশ্বের ৮ নম্বর নারী টেনিস তারকা মারিয়া সাক্কারি। ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ৭১ নম্বর রেবেকা মাসারোভার কাছে সরাসরি সেটে হারা ম্যাচে এমন গন্ধ পেয়েছেন বলে দাবি সাক্কারির। ফ্ল্যাশিং মিডোর ১৭ নম্বর কোর্টে স্পেনের মাসারোভার বিপক্ষে ম্যাচ ছিল ২৮ বছর বয়সী সাক্কারির। শেষ পর্যন্ত ৬-৪, ৬-৪ গেমে ম্যাচটি হারেন গ্রিক তারকা। অবশ্য প্রথম সেটে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন তিনি। সে সময়ই গন্ধ পাওয়ার কথা আম্পায়ারকে বলেন সাক্কারি। 'ওহ ঈশ্বর, আমার মনে হয় পার্ক থেকে আসছে (গন্ধটা)'; সাক্কারিকে বলতে শোনা যায় এমন। ৪-১-এর লিড অবশ্য খুইয়ে ফেলেন সাক্কারি। পরের সেটেও সুবিধা করতে পারেননি তিনি। ম্যাচের সময় আম্পায়ারের কাছে গন্ধ নিয়ে অভিযোগ তুললেও এটিকে মোটেই হারের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চান না। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে সাক্কারি বলেন, 'আমরা গতকাল এখানে অনুশীলন করছিলাম। গতকালও ছিল গন্ধটি। এমন নয় যে আমার স্কোরিংয়ে ওই গন্ধ প্রভাব ফেলেছে।'

তাহলে কেন আম্পায়ারকে বলেছিলেন, সেটির ব্যাখ্যায় সাক্কারি বলেন, 'আমি বেশ গন্ধ পাচ্ছিলাম বলেই অমন মন্তব্য করেছি। ম্যাচের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।' সাক্কারির সংবাদ সম্মেলন অবশ্য শুধু গাঁজার গন্ধেই আটকে ছিল না। সেটি একসময় বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। এ বছর টানা তিনটি গ্র্যান্ড স্লামের প্রথম রাউন্ডেই হারলেন সাক্কারি। নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া সাক্কারি জানান, নিকট ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করছে, সেটি তিনি জানেন না। এ ম্যাচে নিজের পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে সাক্কারি বলেন, 'আমি ভালো খেলছিলাম, এমন বলব না। যদি কমপক্ষে আরও ৫ থেকে ১০ শতাংশ ভালো খেলতাম, ম্যাচটি জিততাম। এসব ম্যাচ আমাকে জিততে হবে। এসব ম্যাচ হারলে চলবে না। আর আমার পর্যায়ে এমন ম্যাচ এ বছর অনেক বেশি এসেছে, যেটি দুর্ভাগ্যজনক।' এরপর সাক্কারি যোগ করেন, 'আমার মনে হচ্ছে, খেলার মান বাজে ছিল, এমনটিই হয়ে আসছে। এ নিয়ে কিছু করতে হবে। আমার দিক থেকে প্রচেষ্টার ঘাটতি নেই, সেটি নিশ্চিত। তবে আমি জানি না, এটি বেশ অনিশ্চিত। আমি জানি না কী করব, বিরতি নেব কি না।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**